পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নবম বর্ষ | ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৯ | প্রথম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

দোয়া

[হজরত রসুল করীমের (সাঃ) হাদীস হইতে *]

اللهم انى اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات - اللهم انى اعوذ بك من المأثم والمغرم *

اللهم انى اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال - اللهم اكفلنى بحلالك عن حرامك واغننى بفضلك عمن سواك *

اللهم انى ظلمت نفسى ظلماً كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى انك انت الغفور الرحيم *

"হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার আশ্রয় চাই কবরের আজাব হইতে এবং আশ্রয় চাই মসিহে-দজ্জালের (কলির) 'ফেৎনা' (আপদ) হইতে এবং আশ্রয় চাই জীবন এবং মৃত্যুর 'ফেৎনা' হইতে। হে আল্লাহ্‌! আমি পাপ এবং ঋণ হইতে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। হে আল্লাহ্‌! আমি চিন্তা-ভাবনা এবং শোকসন্তাপ হইতে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি এবং আশ্রয় ভিক্ষা করি অলসতা ও শিথিলতা হইতে এবং আশ্রয় ভিক্ষা করি ভিরুতা ও কৃপণতা হইতে এবং আশ্রয় ভিক্ষা করি ঋণের দায় ও মানুষের কোপ হইতে।

হে আল্লাহ্‌! তুমি 'হালাল' উপার্জ্জন দ্বারা আমার জীবিকা নির্ব্বাহ করাও এবং 'হারাম' হইতে আমাকে বাঁচাইয়া রাখ এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তুমি ছাড়া অপর কাহারো মুখাপেক্ষী করিও না।

হে আল্লাহ্‌! আমি আমার 'নফ্‌স' বা নিজ আত্মার প্রতি মহা জুলুম করিয়াছি এবং তুমি ছাড়া কেহই আমায় ক্ষমা করতঃ পাপ হইতে মুক্তি দান করিতে পারে না। অতএব তুমিই আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ দাও, তোমার মত পরিত্রাতা আর নাই। তুমি তোমার সদন হইতে আমার প্রতি করুণা কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল এবং করুণাময়।"

* এই দোয়াটি হজরত রসুল করীম (সাঃ) নামাজে তাশাহ্‌হুদ পাঠের পর পড়িতেন—দঃ আঃ

অমৃত বাণী

[হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)]

দোয়া গৃহীত হওয়ার একটি সর্ত্ত

প্লেগে বহু মৃত্যু সংঘটনের কথা উল্লেখ করিতে করিতে হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) বলেন :—

"দোয়া করিতে থাক; দোয়া ভিন্ন মানুষ আল্লাহ্‌তা'লার কোপ হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। কিন্তু দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য এক সর্ত্ত এই যে, নিজ অন্তরে এক পবিত্র পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে হইবে। কুকাজ কুচিন্তা হইতে বিরত হইতে না পারিলে এবং খোদাতা'লার 'হুদুদ' বা নির্দ্ধারিত সীমা উল্লঙ্ঘন করিলে দোয়ায় কোন ফল হয় না।" (আল্‌হাকাম, ১০ জুন, ১৯০৪)।

মোস্‌লেম ধর্ম্ম-বিষয়ক বক্তাগণের অবস্থা

জনৈক মোসলেম নেতা সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইতেছিল যে, তিনি বলেন, আজকাল মোসলমানগণ ওয়াজ বা ধর্ম্মোপদেশের মজ্‌লিসে আসে না, কিন্তু কোথাও নর্ত্তকীদের নাচগান হইলে তথায় খুব জমা হয়। তখন হজরত মসীহ্‌ মাউদ (আঃ) বলেন :—

"ইহা সত্য বটে, কিন্তু ইহার মূল কারণ 'ওয়ায়েজ' বা বক্তাগণের অবস্থা। আজকালকার ধর্ম্মোপদেশদাতাগণই এরূপ যে, তাহারা স্বয়ং 'দুনিয়াদার', (সংসার-প্রেমিক), 'বে-আমল' (কার্য্যহীন) ও 'বদ্‌কার' বা দুর্বৃত্তের একশেষ এবং তাহাদের বক্তৃতায় না আছে কোন 'তাসির' বা প্রভাব, না আছে কোন 'লজ্জত' বা স্বাদ এবং না আছে কোন 'কাশাশ' বা আকর্ষণ। পক্ষান্তরে নর্ত্তকীদের গানে দুর্বৃত্তদের জন্য 'লজ্জত' রহিয়াছে, অবশ্য সেই 'লজ্জত' বাহ্যিক এবং দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তিদায়ক; কিন্তু মানুষ বাহ্যিক স্বাদের প্রতিই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। বক্তাগণের বক্তৃতায় যদি আকর্ষণ ও স্বাদ থাকিত তবে উহা সকলকেই আকৃষ্ট করিয়া লইত।" ('বদর', ২১ শে জুন, ১৯০৬)।

নবীগণের (আঃ) সরলতা

'খোদাতা'লার 'কুদরত' (মহিমা) এই যে, দুনিয়াতে যত নবী আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা সাংসারিক বিষয়ে এরূপ ছিলেন যে, তাঁহাদের পাঁচ টাকার চাকরীও লাভ হইতে পারিত না। কিন্তু যেহেতু তাঁহারা খোদার হইয়া গিয়াছিলেন, তাই 'দ্বীন' ও দুনিয়ার সম্পদে সম্পদশালী হইয়াছিলেন।" ('বদর', ২৭ শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৬)

আহমদীয়া সেলসেলার সাহিত্য-পরীক্ষা

বঙ্গদেশবাসীদিগের জন্য সুবর্ণ সুযোগ

পুরস্কার ১০৲ টাকা ও ২০৲ টাকা

আগামী ১৯৩৯ সনের নভেম্বর মাসে বা তাহার সন্নিকট কোন তারিখে কাদীয়ানের সদর আঞ্জোমনে আহমদীয়ার তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত পুস্তকে এক লিখিত পরীক্ষা গৃহীত হইবে। বঙ্গদেশবাসী যে কোন ব্যক্তি বা বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়ার বা কলিকাতা আঞ্জোমনে আহমদীয়ার যে কোন মেম্বর সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাকে নিম্নলিখিত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

পুস্তকের নাম

১। 'সব্‌জ এশ্‌তাহার' (سبز اشتہار) ... মূল্য ৵১০

২। 'তরইয়াকুল-কুলুব' (تریاق القلوب) ... মূল্য ১৲

৩। বারাহীন-আহমদীয়া, ৫ম খণ্ড (براهین احمدیه حصه ٥) ... মূল্য ১৲

৪। 'কাদিয়ানকে আরিয়া আওর হাম' (قادیان کے اریه اور هم) ... মূল্য ।৶০

প্রাপ্তিস্থান—বুক ডিপো, কাদিয়ান (গুরুদাসপুর), পাঞ্জাব।

পুরস্কারের তালিকা

পরীক্ষার্থীর মাতৃভাষা বাঙ্গালা হইলে—১০৲

" " উর্দ্দু " —৫৲

উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে কাদিয়ানের বাৎসরিক জল্‌সায় যোগদান করিলে উপরুক্ত পুরস্কার স্থলে—

পরীক্ষার্থীর মাতৃভাষা বাঙ্গালা হইলে—২০৲

" " উর্দ্দু " —১০৲

যে সকল পরীক্ষার্থীর মাতৃভাষা বাঙ্গালা তাঁহারা ইচ্ছা করিলে প্রশ্নের উত্তর বাঙ্গালা বা ইংরাজী ভাষায় লিখিতে পারিবেন।

যে সকল ব্যক্তি উক্ত পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ২৮ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ এর পূর্ব্বে জেনারেল সেক্রেটারী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহমদীয়া—১৫নং বক্সী বাজার রোড, ঢাকা—এই ঠিকানায় আবেদন করিবেন।

খাকসার

কাদিয়ান আবুলহাসেম খাঁ চৌধুরী

২১।১২।৩৮ আমীর, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ, ও কঃ, আঃ, আঃ

কোরবানীর আহ্বান

আমিরুল-মোমেনীন হজরত খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) বিগত ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮ তারিখের খোৎবার সার-মর্ম্ম—বঙ্গানুবাদ

সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

সামান্য সামান্য অজুহাতে কোরবানী হইতে বঞ্চিত থাকিও না

অনেক লোক এরূপ আছেন যাহারা সামান্য সামান্য কারণে কোরবানী হইতে বিরত থাকে। ধর্ম্মের সব দিক তাহারা লক্ষ্য করেন না এবং মৃত্যু তাহাদের চক্ষের সামনে থাকে না। এই কারণে সামান্য সামান্য বাধা তাহাদের নিকট পাহাড় স্বরূপ বোধ হয়। অথচ এরূপ বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাহাদের প্রতিবেশিগণ কোরবানী করিতে ত্রুটি করেন না,বরং অধিকতর কোরবানী করিয়া অধিকতর সোয়াবের অধিকারী হন। আল্লাহ্‌তা'লা কোরান-করীমে বলিয়াছেন, আমি মোমেনগণকে অপরের বিরুদ্ধে, সাক্ষী করিয়াছি। ইহার অর্থ আমি এই করি যে, কেয়ামতের দিন যখন মানুষ নিজ নিজ বাধাবিঘ্ন পেশ করিয়া বলিবে,—"আমাদের সাম্‌নে এই এই 'মুশকেলাত' বা অসুবিধা ছিল, তাই আমরা কোরবানী করিতে পারি নাই"—তখন আল্লাহ্‌তা'লা মোমেনগণকে তাহাদের সাম্‌নে পেশ করিয়া বলিবেন—"ইহারাও তোমাদের মতই মানুষ ছিল, ইহাদেরও অভাব অসুবিধা ছিল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহারা ক্রমাগত কোরবানী করিয়াই গিয়াছে; অতএব তোমাদের 'ওজর' বিশ্বাসযোগ্য নয়,"।

আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "আমি মোহাম্মদকে (সাঃ) মোসলমানদের বিরুদ্ধে সাক্ষী করিয়াছি"। মোসলমানদের দুর্ব্বল ও ভীরু লোকগণ যখন নিজ নিজ ওজর আপত্তি পেশ করিবে তখন আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে বলিবেন,—"তোমরা পার্থিব সম্বলের দিক দিয়া মোহাম্মদ (সাঃ) হইতে অধিক দুরবস্থায় ছিলে না। তিনি যদি এরূপ নিঃসম্বল হওয়া সত্ত্বেও কোরবানী করিতে পারিলেন তবে তোমরা পারিলে না কেন?" তদ্রূপ অন্যান্য জাতির ওজুহাতের উত্তরে আল্লাহ্‌তা'লা বলিবেন,—'মোসলমানগণ তোমাদের ন্যায়ই মানুষ ছিল, তাহাদের পথেও তোমাদের ন্যায়ই বাধা-বিপত্তি ছিল; তৎ-সত্ত্বেও যখন তাহারা কোরবানী করিল তোমরা করিতে পারিলে না কেন?"

প্রত্যেক জমাতেই কতিপয় লোক নমুনা স্বরূপ হন। তাঁহারা বিপদ-আপদ ও বাধা-বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও কোরবানী করিয়া যান। তাঁহাদিগকে আল্লাহ্‌তা'লা অপরের বিরুদ্ধে সাক্ষী স্বরূপ পেশ করিয়া বলেন—"ইহারা তোমাদের মতই মানুষ। ইহারা যখন অভাব-অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তোমাদের ন্যায় অবস্থার ভিতর দিয়াই কোরবানী করিয়া গিয়াছে; তোমরা পারিলে না কেন?"

বাজারে এক দোকানদার নামাজের সময় হইলে উঠিয়া চলিয়া যায়; অপর দোকানদার বসিয়াই থাকে এবং জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "দোকান খালি, বিক্রীর সময়, কেমন করিয়া যাইব"। তখন অপর ব্যক্তির নমুনা তাহার সম্মুখে পেশ করিয়া বলা যাইতে পারে "সেই ব্যক্তিরও দোকান খালি ছিল এবং তাহার জন্যও বিক্রীর সময় ছিল এবং তৎসত্ত্বেও সে চলিয়া গেল। অতএব তুমিও যাইতে পারিতে।" কেহ কেহ বলিয়া থাকে, "সময় টের পাই নাই, 'আজান' শুনি নাই"। এরূপ লোক-দিগকে বলা যাইতে পারে "অপর লোকদের কাণও তোমার কাণের ন্যায়ই ছিল। তাহারা যখন আজান শুনিতে পাইল, তখন তোমারও নিশ্চয়ই শুনিবার কথা।" ফলতঃ যে ওজরই মানুষ পেশ করুক না কেন, তাহার খণ্ডনকারী তাহার প্রতি-বেশিগণের মধ্যেই পাওয়া যায় এবং তাহারাই কেয়ামতের দিন তাহার উপর সাক্ষী হইবে।

এক ব্যক্তি বলিবে, "আমার সন্তানাদি অধিক ছিল বলিয়া আমি কোরবানী করিতে পারি নাই। তখন আল্লাহ্‌তা'লা তাহরে চেয়ে অধিক সন্তানের পিতা এক ব্যক্তিকে পেশ করিয়া বলিবেন, "এই ব্যক্তির তোমাপেক্ষা অধিক সন্তান থাকা সত্ত্বেও সে কোরবানী করিয়াছে, তুমি পারিলে না কেন?"

অপর এক ব্যক্তি বলিবে, "আর্থিক অনটন অত্যন্ত ছিল, এইজন্য কোরবানী করিতে পারি নাই"। তখন আল্লাহ্‌-তা'লা অপর এক অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে পেশ করিয়া বলিবেন, 'ইহার অর্থাভাব তোমার চেয়েও অধিক ছিল। সে যখন কোরবানী করিল, তখন তুমি না পারিবার কোন কারণ নাই"।

ইচ্ছা থাকিলে উপায় হয়

সার কথা এই যে, যদি মানুষ কোরবানী করিতে ইচ্ছা করে তবে সমস্ত বাধাবিঘ্ন জয় করিতে পারে। রসুল করীম (সাঃ) একদা চাঁদার আহ্বান করেন। জনৈক সাহাবীর দেওয়ার কিছুই ছিল না, কিন্তু দিবার আগ্রহ ছিল। তিনি তখন এক ব্যক্তির নিকট গিয়া বলিলেন, "আমাকে সারাদিন খাটাইয়া যাহা ইচ্ছা মুজুরি দিন"। দুই মুঠো যব মুজুরি নির্দ্ধারিত হইল। তিনি সারাদিন কাজ করিয়া সন্ধ্যার সময় যে দুই মুঠো যব পাইলেন তাহাই আনিয়া আঁ-হজরতের (সাঃ) হস্তে সমর্পণ করিলেন।

কেয়ামতের দিন যখন মোনাফেকগণ এই উপলক্ষে কোরবানী পেশ না করিবার 'ওজর' পেশ করতঃ নিজ নিজ অসুবিধা বর্ণনা করিবে তখন আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের সকলের উত্তরে এই "দু মুঠো যব" উপস্থিতকারী ব্যক্তিকে পেশ করিবেন, এবং তাহাদের আর কোন ওজর টিকিবে না। আল্লাহ্‌তা'লা বলিবেন, "তোমাদের হাতে টাকা থাকা সত্ত্বেও কোরবানী কর নাই; কিন্তু এই ব্যক্তির নিকট কিছু না থাকা সত্ত্বেও সে পিছে পড়ে নাই।"

অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিরই 'ওজর' পেশ করিবার সময় চিন্তা করা উচিত যে, তাহার অবস্থারই অপর লোকগণ কোরবানী পেশ করিতেছে, অতএব তাহার 'ওজর' আল্লাহ্‌-তা'লার সমীপে কিরূপে গ্রহণীয় হইবে।

জলসা সালানার জন্য আর্থিক কোরবানীর আহ্বান

আমি দেখিতে পাইতেছি যে প্রত্যেক বৎসরই সালানা জলসার চাঁদা কম আসিতেছে, অথচ খরচ বাড়িয়া যাইতেছে। জলসা-সালানা একটি অতি জরুরী বিষয় এবং হজরত মসিহ্‌মাউদ (আঃ) ইহার জন্য খুব জোর দিয়াছেন। অতএব আমি বন্ধুগণকে পুনরায় উপদেশ দিতেছি যেন তাঁহারা এই উপলক্ষে অধিক হইতে অধিকতর কোরবানী করেন।

অবশ্য এ বৎসর আর্থিক দিক দিয়া আমাদের বহু অসুবিধা আছে; কিন্তু মোমেনের জন্য ইহা কোন চিন্তার কারণ নয়। যাহাদের ইমান দুর্ব্বল তাহাদের জন্য সম্পদের দিনও বিপদের দিনই হয়। যাহার অন্তর রুগ্ন তাহার নিকট কোটি টাকা হইলেও সে ইহাই বলিবে "খাওয়ার মিলে না, চাঁদা কোথা হইতে দিবে"। পক্ষান্তরে মোমেনের নিকট কিছু না থাকিলেও সে বলিবে, "বিস্‌মিল্লাহ্‌, আমি প্রস্তুত আছি"।

এখন প্রকৃত বন্ধুর পরীক্ষার সময়

এখন প্রকৃত অপ্রকৃত বন্ধুর পরীক্ষার সময়। এক দিক দিয়া চৌধুরী সার জাফরউল্লাহ্‌ খাঁ সাহেবের জুবিলী ফাণ্ডের তাহরিক, অপর দিক দিয়া তাহরিক-জদীদের চাঁদার তাহরিক; আবার সাধারণ চাঁদার তাকীদও রীতিমতই আছে। এতদ্ব্যতীত এখানকার কর্ম্মীদের বেতন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বাহিরের জমাত সমূহকে চাঁদা বৃদ্ধি করার জন্য বলা হইতেছে।

অতএব এখন অসাধারণ আর্থিক কোরবানীর সময়। কিন্তু এরূপ সময়েই মোমেনের ইমান্ এবং এখ্‌লাসের পরীক্ষা হয়। এরূপ সময়েই প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রকৃত বন্ধুর দৃষ্টান্ত

হজরত মসিহ্‌মাউদ (আঃ) শুনাইতেন যে, এক আমীরের (ধনী ব্যক্তির) এক যুবক ছেলে সারাদিন তাহার বন্ধুগণের সঙ্গে বসিয়া সময় নষ্ট করিত। পিতা তাহাকে উপদেশ দিতেন—"ইহাদের সঙ্গে বসিয়া সময় নষ্ট করিও না, ইহারা তোমার প্রকৃত বন্ধু নয়, বরং পানাহারের ইয়ার"। কিন্তু ছেলে বলিত—"আব্বা-জি, আপনি অবগত নহেন, আপনি ইহাদের কথাবার্ত্তা কখনো শুনেন নাই; ইহারা আমার বড় বিশ্বস্ত বন্ধু"। পিতা বলিতেন—"কথা বলা ত অতি সহজ"। অবশেষে পিতা এক দিন পুত্রকে বলিলেন—"আচ্ছা, আমি তোমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখাইতেছি"।

পিতারও এক বন্ধু ছিলেন। তিনি একজন সীপাহী ছিলেন এবং পিতার প্রথম জমানার বন্ধু ছিলেন। পিতা প্রথমতঃ সাধারণ অবস্থার লোক ছিলেন এবং পরে উন্নতি করিয়া ধনী হন। কিন্তু সেই সিপাহীর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব পূর্ব্বের ন্যায়ই কায়েম থাকে। কিন্তু ছেলে তাঁহাকে হেয় মনে করিত এবং মনে মনে বলিত, "আমার পিতা এমন অনুন্নত ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব রাখেন, অথচ আমার বন্দুগণকে ভাল মনে করেন না যাহারা ভাল মানুষ এবং সম্ভ্রান্ত লোক।

সেই বন্ধুর কথাই উল্লেখ করিয়া তাহার পিতা একদিন তাহাকে বলিলেন,—"চল, দেখা যাক, কাহার বন্ধু খাটি"।

অতঃপর তিনি ছেলেকে বলিলেন, "তোমার বন্ধুগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমি তোমাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিতেছি। তুমি যাইয়া তোমার বন্ধুগণ হইতে সাহায্য চাও"।

ছেলে তখন তাহার বন্ধুগণের বাড়ী বাড়ী যাইয়া ঘুরিতে লাগিল। তাহার পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার খবর 'মশ্‌হুর' হইয়া গেল। তাহার কতিপয় বন্ধু তাহা শুনিতে পাইয়া ঘরের দ্বারে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাও উচিত মনে করিল না। কেহ বলিয়া দিল—"অসুখ আছি"। কেহ বলিয়া পাঠাইল—'ঘরে নাই"। যাহারা তাহার এই খবর জানিত না তাহারা আসিয়া সাক্ষাৎ ত করিল বটে, কিন্তু যখনই জানিতে পারিল যে, পিতা কর্ত্তৃক গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া সাহায্য চাহিতে আসিয়াছে, তখনই কেহ বলিয়া দিল—'আফ্‌সোস্, এখন আমার টাকা অমুক জায়গায় লাগান আছে, নতুবা আমি নিশ্চয়ই সাহায্য করিতাম'; কেহ বা অন্য কোন বাহানা পেশ করিল; কেহ ত এতটুকু বলিয়া দিল যে, "তোমার পিতাই যখন তোমাকে বিশ্বাস করে না, আমরা কেমন করিয়া তোমকে বিশ্বাস করিব"? এইরূপে সকল হইতে নিরাশ হইয়া পিতার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিল, "বাস্তবিকই কথা সত্য; আমার সব বন্ধুই মতলবের বন্ধু"।

তখন পিতা বলিলেন—"চল, এখন আমি তোমাকে আমার বন্ধুকে পরীক্ষা করিয়া দেখাই"। এই বলিয়া তিনি পুত্রকে সঙ্গে করিয়া রাত্র প্রায় ১২ ঘটীকার সময় স্বীয় বন্ধুর বাটিতে উপস্থিত হইলেন এবং দরজায় ঘা দিয়া বলিলেন, "শীঘ্র বাহিরে আসুন"। সেই বন্ধু প্রথম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন; তৎপর আওয়াজ শুনিয়া চিনিতে পারিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা আসিতেছি"। পিতাপুত্র দশ পনর মিনিট বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি ফিরিলেন না। পুত্র তখন বলিল,—"বুঝিতে পারিলাম, আপনার বন্ধু তদ্রূপই"। পিতা বলিলেন, "আর একটু অপেক্ষা কর"।

অবশেষে পনর বিশ মিনিট পর দরওয়াজা উন্মুক্ত হইল এবং সেই বন্ধু এক হাতে তরবারী, অপর হাতে একটি টাকার থলিয়া এবং সঙ্গে বিবিকে নিয়া বাহির হইলেন। বিলম্বে বাহির হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—"সারা জীবনে এই প্রথম আপনি এরূপ সময়ে আসিয়াছেন। অতএব আমি ভাবিলাম, নিশ্চয়ই কোন বিপদ হইবে, এবং দুনিয়াতে তিন প্রকারের বিপদই হইয়া থাকে। হয়তঃ পরিবারস্থ কাহারো অসুখ হইতে পারে, কিম্বা টাকা পয়সার অনটন হইতে পারে, কিম্বা সম্মানের আশঙ্কা হইতে পারে। মান সম্মানের আশঙ্কা হইতে পারে মনে করিয়া আমি তরবারী নিয়া আসিয়াছি—হয়তঃ তদ্বারা সাহায্য হইতে পারে, অসুখের সম্ভাবনা মনে করিয়া নিজ বিবিকে নিয়া আসিয়াছি—কারণ, স্ত্রীলোক সেবা-শুশ্রূষার কাজ উত্তম করিতে পারে এবং আর্থিক অসুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া আমি আমার সারা জীবনের সঞ্চিত ধন যাহা মাটির নীচে গাড়িয়া রাখিয়াছিলাম নিয়া আসিয়াছি। এই কারণেই বিলম্ব হইয়াছে। এখন আমি হাজির হইয়াছি। যদি আপনার সম্মানের আশঙ্কা হইয়া থাকে তবে আমার তরবারী এবং প্রাণ প্রস্তুত, যদি ঘরে অসুখ হইয়া থাকে তবে আমার বিবি প্রস্তুত, আর যদি টাকা পয়সার অভাব হইয়া থাকে তবে আমার সারা জীবনের এই সঞ্চিত ধন প্রস্তুত"।

এই কথা শুনিয়া ছেলে বলিল—"আমি বুঝিতে পারিলাম, প্রকৃত বন্ধু কে? প্রকৃত বন্ধু লাভ করা বাস্তবিকই বড় কঠিন।" অতএব পিতা বন্ধুকে সব বিষয় ব্যক্ত করিয়া বলিলেন যে, তাহার ছেলে বিপথগামী হইয়া যাইতে চলিয়াছিল, তাই তাহাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই অসময়ে তাঁহাকে কষ্ট দিতে আসিছেন, তিনি যেন কিছু মনে না করেন।

বস্তুতঃ, প্রকৃত 'এখলাস' বা আন্তরিকতা বিপদের সময় বৃদ্ধি পায় এবং তিনি বন্ধুর সাহায্যের জন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন।

রসুল করীমের এক সাহাবীর কোরবাণীর দৃষ্টান্ত

জনৈক আন্‌সারী সাহাবী (রাঃ) বদরের যুদ্ধে যোগদান করিবার সুযোগ পান নাই এবং তজ্জন্য তিনি বড়ই ব্যথিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, আল্লাহাতা'লা তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য অহুদের যুদ্ধের সুযোগ উপস্থিত করেন। তিনি সেই যুদ্ধে যোগদান করতঃ যথা-সম্ভব কোরবাণী করেন। অতঃপর যুদ্ধে জয়লাভ হইলে এবং শত্রু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে একটু সরিয়া কিছু খেজুর খাইতে থাকেন, কারণ তিনি না খাইয়া আসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে শত্রুগণ পিছন হইতে পুনরায় আক্রমণ করিল। মোসলমানগণ বিজয় লাভ করিয়াছেন মনে করিয়া এদিক সেদিক বিক্ষীপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতএব

তাহারা এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। আঁ-হজরত (সাঃ) আহত হইয়া এক গর্ত্তে পড়িয়া গেলেন এবং সাহাবিগণ ভাবিলেন আঁ-হজরত (সাঃ) শহীদ হইয়া গিয়াছেন। তখন এই সাহাবী যিনি এ বিষয় অবগত ছিলেন না খেজুর খাইতে খাইতে যুদ্ধ ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, মহাবীর হজরত ওমর (রাঃ) এক প্রস্তরের উপর বসিয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিতেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হজরত ওমর (রাঃ) সমুদয় ঘটনা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন। তখন সেই সাহাবীর (রাঃ) একটি মাত্র খেজুর বাকী ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "স্বর্গ এবং আমার মধ্যবর্ত্তী ইহা ভিন্ন আর কি আছে?" অতঃপর হজরত ওমরকে (রাঃ) সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'ওমর (রাঃ) যদি সত্য সত্যই রসুল করীম (সাঃ) শহীদ হইয়া থাকেন, তবে তুমি এখানে বসিয়াছ কেন? খোদার রসুল যথায় গিয়াছেন আমরাও তথায়ই যাইব"।

তিনি এই বলিয়া তরবারী নিষ্কাষিত করিয়া শত্রু সৈন্যদলের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং যাইয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন এবং বহু কাফেরকে নিহত করিয়া এই খোদার বীর শহীদ হইলেন। رضى الله عنه ورضي هو عن الله

যুদ্ধে পুনরায় জয়লাভ হইলে পর হজরত রসুল করীম (সাঃ) সাহাবাদিগকে তাঁহার সাহাবিগণের মধ্যে কে কে 'শহীদ' বা 'জখম' হইয়াছেন তাহা অনুসন্ধান করতঃ আহতগণের সাহায্য এবং শহীদগণের সমাহিত করিবার জন্য আদেশ করিলে সাহাবিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িলেন এবং আহতগণের সেবা-শুশ্রুষা এবং শহীদগণের শব জমা করিতে লাগিলেন। তখন একটি শব দেখিয়া তাঁহারা চিনিতে পারিলেন না। ইহার টুকরাগুলি এদিক সেদিক বিক্ষীপ্ত হইয়া আছিল এবং চেহারা আঘাতের কারণে বিকৃত হইয়াছিল। যাহা হউক, তাঁহার ভগ্নি তাঁহার একটি অঙ্গুলি দর্শনে তাঁহাকে চিনিলেন। তিনি সেই শহীদ বীরই ছিলেন। সাহাবাগণ গনিয়া দেখিলেন, তাঁহার শরীরের ৭০টি টুকরা পৃথক পৃথক পড়িয়া আছে।

এইরূপ লোক দ্বারাই জয়লাভ হইয়া থাকে। যাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদা কোরবাণীর জন্য প্রস্তুত থাকে এবং যাঁহারা বিপদের সময় অধিকতর কোরবাণী করেন তাঁহাদের প্রচেষ্টায়ই বিজয় লাভ হয়। তাঁহাদের কারণেই আল্লাহ্‌তা'লার 'বরকত' নাজেল হয়।

আল্লাহ্‌তা'লা কর্ত্তৃক মানুষের প্রেমের প্রতিদান

মানুষ আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন আল্লাহ্‌তা'লাও তৎপ্রতি সেইরূপ ব্যবহারই করেন। মানুষের দেল যতই আল্লাহ্‌তা'লার প্রেমে বিগলিত হয় ততই আল্লাহ্‌তালাও মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল হন। দুনিয়ার লোক তাঁহাকে মারে, গালি দেয়, তাঁহাকে অবনত করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও উন্নতি দান করেন। এরূপ লোকের জমাতই উন্নতি করিয়া থাকে। অতএব আপন হৃদয় আল্লাহ্‌তালার এবং তাঁহার সিলসিলার প্রেমে বিগলিত কর এবং তৎপর দেখ, আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদিগকে কেমন উন্নতি দেন।

যাঁহারা আল্লাহ্‌তা'লার হইয়া যান তাঁহাদিগকে কখনো কিছু চাহিতেও হয় না। অনেক সময় তাঁহারা অভিমান স্বরূপ বলেন, 'আমরা চাহিব না' এবং আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং তাঁহাদের সাবতীয় প্রয়োজনাদি সরবরাহ করিয়া দেন। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) হইতেই আমি শুনিয়াছি যে, জনৈক 'বুজুর্গ' একবার অত্যন্ত বিপদে পড়েন। তখন এক জন বলিল, 'আপনি দোয়া করুন না কেন'। তিনি তদুত্তরে বলেন,— "আমার প্রভো যদি আমাকে দিতে ইচ্ছা না করেন তবে আমার দোয়া করা 'বে-আদবী' হইবে। আর যদি তিনি দিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে আমার চাওয়া 'বে-সাব্‌রী' (অধৈর্য্যের পরিচায়ক) হইবে। ইহার এ অর্থ নয় যে, তিনি দোয়া করিতেনই না। আসল কথা এই যে, 'কামেল' মোমেনগণের কখন কখন এরূপ অবস্থা হয় যে, তাঁহারা বলিয়া থাকেন "আমরা চাহিব না, আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং আমাদের অভাব পূরণ করিয়া দিবেন"।

কিন্তু এই অবস্থা এমনিই লাভ হয় না। ইহা মনে করিও না যে, তোমরা এমনি বসিয়া থাকিবে এবং তোমাদের হৃদয়ে প্রেম জন্মাইবে না, নামাজে চিত্ত বিগলিত করিবে না, 'সদকা-খয়রাত' ও চাঁদা-প্রদানে শৈথিল্য করিবে, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা অবলম্বন করিবে এবং তৎ-সত্ত্বেও তোমরা আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ 'ফজল' বা অনুগ্রহের অধিকারী হইবে। এরূপ কথনো হইতে পারে না।

খোদাতা'লাকে লাভ করিতে হইলে কেবল বাহ্যিক নামাজ-রোজাই যথেষ্ট নহে, প্রেমিকোচিত হৃদয় আবশ্যক।

এবং এরূপ প্রাণের আবশ্যক যাহা সমস্ত ওজর বাহানা ছিন্ন করিয়া খোদাতা'লার দিকে অগ্রসর হয়।...প্রেমই মানুষকে প্রকৃত কোরবাণী করিবার ক্ষমতা দেয় এবং প্রকৃত কোরবাণীই মানুষকে আল্লাহ্‌তা'লার প্রিয় করে। এই প্রেম বলে অনেক সময় 'জাহেল' লোকও খোদাতা'লাকে পাইয়া ফেলে।

অতঃপর হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) জনৈক 'মুখলেস' সাহাবী মুন্সী আরুড়া সাহেবের দৃষ্টান্ত পেশ করিয়া বলেন :—

"হৃদয়ে খাটি প্রেম জন্মিলে খোদাতা'লা স্বয়ং সেই প্রেমিক-দিগকে রক্ষা করেন। আমি হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ) হইতে শুনিয়াছি যে, সম্ভবতঃ খলিফা হারুণ-আর-রশীদের সময় মুসা-রাজা নামক জনৈক 'আহ্‌লে-বয়েত' বুজুর্গকে তাঁহার কারণে 'ফেৎনা' সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনায় অজুহাতে বন্দী করা হয়। একদা দ্বিপ্রহর রাত্রিতে এক ব্যক্তি মুক্তির আদেশ লইয়া কয়েদখানায় তাঁহার নিকট পৌঁছিলে তিনি অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন যে, তিনি ত রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন, হঠাৎ এরূপ মুক্তির আদেশ কিরূপে হইল? তিনি বাদশাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বাদশাহ্‌ উত্তর করিলেন,—"আমি নিদ্রাগত ছিলাম, এমন সময় স্বপ্নে এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে জাগ্রত করেন। আমি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তিনি স্বয়ং মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)। আমি তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন,—'হারুণ-আর-রশীদ, ইহা কেমন কথা যে, তুমি আরামে শয়ন করিতেছ এবং আমার পুত্র কয়েদখানায় আছে'? এই কথা শুনিয়া আমার হৃদয়ে এরূপ ভীতি সঞ্চার হইল যে, আমি তৎক্ষণাৎ আপনার মুক্তির আদেশ প্রেরণ করিলাম।"

বুজুর্গ-সাহেব বলিলেন, "অদ্য আমারও কয়েদখানায় অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে কখনো আমার মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা হয় নাই"।

বস্তুতঃ এরূপ সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ বর্ণনা আমরা কেমন করিয়া অস্বীকার করিব? এরূপ ঘটনা সত্ত্বেও আমরা কেমন করিয়া খোদাতা'লার 'কুদ্‌রত' বা শক্তি ও মহিমায় সন্দীহান হইতে পারি? নিশ্চয়ই তিনি মহা শক্তিশালী ও মহিমান্বিত। কিন্তু আমাদের উচিত যে, আমরা তাঁহার শক্তি ও মহিমা উদ্বেলিত করিবার এবং তাঁহারা করুণা আকর্ষণ করিবার যোগ্য হই।

অতএব আমি বন্ধুগণকে পুনরায় উপদেশ দিতেছি যে, আপনারা এই মহা সময়ের মূল্য বুঝুন। বিপদ-আপদ যত অধিক হইবে ততই খোদাতা'লার 'কুরব্‌' বা নৈকট্য লাভের পথ নিকটবর্ত্তী হইবে।...আপনারা নিজ নিজ কোমর কষিয়া বাধুন। এখন দুনিয়ার চক্ষু আমাদের প্রতি নিপতিত। তাহারা দেখিতেছে, খোদাতা'লার সিপাহীগণ কেমন কোরবাণী করে। সুতরাং আপনারা খোদাতা'লার সিপাহী উচিত নমুনা প্রদর্শন করুন এবং ইহা প্রতিপন্ন করুন যে, দুনিয়ার সিপাহী হইতে আপনাদের হৃদয়ে নিজ প্রভুর জন্য কোরবাণীর স্পৃহা অধিক। যদি আপনারা একথা প্রমাণ করিয়া দিতে না পারেন যে, আপনাদের হৃদয়ে কোরবাণীর এক অফুরন্ত স্পৃহা বিদ্যমান রহিয়াছে, তবে আপনারা খোদাতা'লার অমর্য্যাদাকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন। কারণ জগৎ তখন বলিবে যে, তাহাদের হৃদয়ে খোদাতা'লার জন্য ততটুক মর্য্যাদা-বোধও নাই যতটুক জাপান, জার্ম্মানী ও ইটালীর সীপাহিগণের হৃদয়ে তাহাদের নিজ নিজ দেশের জন্য রহিয়াছে।

পুণ্য সঞ্চয়ের সুবর্ণ সুযোগ!

স্বয়ং 'আহমদীর' গ্রাহক হউন ও

গ্রাহক সংগ্রহ করুন!!

মহানবী হজরত মোহাম্মদ *

[শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার সেন]

আমি ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী। অনেকে জানেন যে, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহিত ইসলামের একটা মৌলিক যোগ রহিয়াছে। ইসলাম ধর্ম্ম যে সত্য প্রচার করিতেছেন, যে সার্ব্বভৌমিক সত্যের উপর ইসলাম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় সেই সত্যেরই সাধনা করিয়াছিলেন এবং সেই সত্যের উপরই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

ইসলামের মূল সত্য—(১) এক নিরাকার নিরবয়ব অনন্তস্বরূপ মহান্ পরমেশ্বরই মানবের একমাত্র উপাস্য। তদ্ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই ("লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ"); (২) সমুদয় মনুষ্য জাতি এক মহান্ পরমেশ্বরের সৃষ্ট, তাঁহারই সন্তান; সমুদয় মনুষ্য পরস্পর ভ্রাতা।

রাজা রামমোহন রায়ও এই সত্যই প্রচার করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণ হও, চণ্ডাল হও, যে জাতি, যে বর্ণ, যে সম্প্রদায়ের লোক হওনা কেন, সকলে এক অনাদ্যনন্ত মহান্ পরমেশ্বরকে পিতা বলিয়া স্বীকার কর এবং পরস্পর ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হও"।

এই ঈশ্বরের একত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব, ইহা যেমন ইসলাম ধর্ম্মের প্রাণ, তেমনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মেরও প্রতিষ্ঠাভূমি। রাজা রামমোহন রায় ১৪ বৎসর বয়সে পাটনায় মৌলবী সাহেবদের নিকট আরবি পারশি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং অল্পকাল মধ্যে মোসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া ১৬ বৎসর বয়সে প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" নামক একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, যে জন্য তাঁহাকে পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইতে হয়। সম্ভবতঃ রাজা রামমোহন রায় ইস্‌লাম ধর্ম্ম হইতেই একেশ্বর বাদের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম্মের প্রতি এত অনুরাগী ছিলেন যে, তাঁহাকে "জবরদস্ত মৌলবী" বলা হইত।

সকল ধর্ম্মকে উদার দৃষ্টিতে দেখা হজরত মোহম্মদের একটি প্রধান শিক্ষা ছিল। কোরাণে উক্ত আছে:—"তোমরা কি কোন ধর্ম্মকে বিশ্বাস, কোন ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিতেছ। তোমাদের মধ্যে যাহারা এরূপ করে তাহারা ইহ জীবনে ও বিচার দিবসে গুরুতর শাস্তির মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে।"

মানবের ধর্ম্মজীবনকে বিশ্লেষণ করিলে তিনটি অপরিহার্য্য উপাদান দেখা যায়—**আশা, বিশ্বাস ও প্রেম**। এই তিনটির একটিকেও বাদ দিলে ধর্ম্মজীবন সত্য হইতে পারে না, পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। **মহাপুরুষ মোহম্মদের জীবনে এই তিনটি আশ্চর্য্যরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল।**

অবিচলিত বিশ্বাস

তিনি যখন প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন তখন সমুদয় দেশবাসী তাঁহাকে আক্রমন করিল। কেহ কেহ তাঁহার পিতৃব্যকে বলিল, "আপনি যদি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত না করেন, তবে তাহার জীবন সংশয়"। তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেন, কিন্তু তিনি দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন "**আমার এক হাতে সূর্য্য অপর হাতে চন্দ্র আনিয়া দিলেও আমি সত্যের পথ হইতে বিচলিত হইব না**"। এই কথাটির ভিতরে আমরা হজরত মোহম্মদের কি জীবন্ত বিশ্বাসের পরিচয় পাই! তিনি যে সত্য পাইয়াছিলেন, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এরূপ নিঃসংশয় ছিলেন যে, সেজন্য জীবনকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে ভীত হইলেন না।

বিপদে ধৈর্য্য ও আশা

হজরত মোহম্মদ কোন যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। অনেক সৈন্য ও সেনাপতি হতাহত হইল। যখন সৈন্যগণ শিবিরে প্রত্যাগত হইল, তখন শিবিরের চারিদিকে ক্রন্দন ধ্বনীর মধ্যে তিনি এক বৃক্ষতলে স্থীর গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার মূর্ত্তি প্রশান্ত। মুখে কোন নিরাশ বা অধীরতার চিহ্ন মাত্রও

---

* বিগত ঢাকার নবীদিবস সভা উপলক্ষে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জীবন ও তাহার শিক্ষা সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেনের বক্তৃতার সার মর্ম্ম—সঃ আঃ

নাই। এক জন সেনাপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহাপুরুষ, এই যুদ্ধে আপনারই বিশেষভাবে সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আপনি কিরূপে এইরূপে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছেন"? তিনি প্রশান্ত ভাবে বলিলেন, **"তোমরা স্থির হও, বিলাপ করিও না, অধীর হইও না, প্রভু পরমেশ্বর আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই"। তিনি গভীর দুঃখ ও নিরাশার মধ্যেও এই সত্যতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ ছিলেন যে, ঈশ্বর কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন না।**

ঈশ্বরের প্রেম ও পুণ্যভাবে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। এক ব্যক্তি হজরতকে বলিয়াছিল "হে প্রভু, আমি অপরাধী। আমি বেত্রাঘাত পাইবার উপযুক্ত অপকর্ম্ম করিয়াছি। আপনি আমাকে দণ্ডবিধান করুন"। হজরত কোন উত্তর না দিয়া নামাজ পাঠ করিতে গেলেন। সেই ব্যক্তিও তাঁহার সঙ্গে নামাজে যোগ দিল। নামাজ অন্তে আবার সেই ব্যক্তি বলিল, "হে প্রেরিত পুরুষ, আমি বড় অপরাধী, আপনি আমাকে দণ্ডবিধান করুন"। হজরত মোহম্মদ তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি আমার নামাজে যোগ দিয়াছিলে"? সেই ব্যক্তি উত্তর করিল, "হাঁ, আমি আপনার সঙ্গে নামাজ পড়িয়াছি"। তখন তিনি বলিলেন "ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন"।

তিনি যে পাঁচবার নামাজের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার মূলেও এই বিশ্বাস নিহিত ছিল যে, **মানুষ পাঁচবার জলে অবগাহন করিলে যেমন তাহার শরীরের ময়লা বিধৌত হইয়া যায়, তেমনি মানুষ যদি প্রতিদিন পাঁচবার ঈশ্বরের নামাজ করে তাহা হইলে তাহার সমুদয় পাপ প্রক্ষালিত হইয়া যায়।**

শীতকালে বৃক্ষ হইতে পত্র সকল ঝড়িয়া পড়ে। হজরত একদিন একটি শাখা হাতে নিয়া তাহাকে নাড়া দিলেন; শাখা হইতে পত্র সকল ঝড়িয়া পড়িতে লাগিল, তখন তিনি "আবুজির" নামক তাঁহার এক অনুচরকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, এই শাখা হইতে যেমন পত্র সকল ঝড়িয়া পড়িতেছে, তেমনি যে ঈশ্বরের নামাজ করে তাহার পাপ সকল সেইরূপে ঝড়িয়া পড়ে"। নামাজ মানুষকে স্বর্গীয় জীবন দান করে, পাপীকে পুণ্যাত্মা করে, পশুকে দেবতা করে, এই সত্যে তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন।

মানব প্রেম

সকলেই জানেন, হজরত মোহম্মদ যে সময়ে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন, সেই সময়ে সমগ্র আরবদেশ কিরূপ বর্ব্বরতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। মোহম্মদ জন্মভূমির এই বর্ব্বরতা দেখিয়া গভীর দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। **কি করিলে স্বদেশবাসীর এই অপার দুর্গতির অবসান হইবে, কি করিলে যুগ যুগান্তের কলঙ্করাশি প্রক্ষালিত হইয়া দেশে শান্তি, আনন্দ ও পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, কি করিলে আরবগণ ভ্রম ও কুসংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্য ধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়া পরমেশ্বরের নামকে গৌরবান্বিত করিবে, এই চিন্তা তাঁহার হৃদয় মনকে প্রবলভাবে অধিকার করিয়াছিল। দিন দিন এই চিন্তা তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল।** কিন্তু তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে, তাঁহার আপন শক্তিতে তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না, ঈশ্বরের করুণা ও আশীর্ব্বাদ ভিন্ন তিনি স্বদেশবাসীর কোন কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন না। তাই ঈশ্বরের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সংসারে বাসকরা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি সংসারের সমুদয় কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই একই চিন্তার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেলেন। কত রাত্রি গভীর ধ্যান ও চিন্তাতে যাপন করিতেন, কত দিন অনাহারে পর্ব্বতপৃষ্ঠে পড়িয়া থাকিতেন, কখনও কখনও ক্রন্দন করিতেন, কখনও কখনও গভীর দুঃখে বিহ্বল হইয়া প্রস্তরে মস্তক ঘর্ষণ করিতেন"।

কথিত আছে এই গভীর দুঃখ ও নিরাশা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া প্রাণ বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে বিবি খদিজা তাঁহাকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের জন্য যাহার প্রাণ এরূপ ব্যাকুল হয়, ঈশ্বর কি তাঁহাকে দর্শন না দিয়া পারেন? এইরূপ কথিত আছে যে, মনের এই ভীষণ ব্যাকুল অবস্থায় তিনি পর্ব্বতের উপর পড়িয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার অন্তর্জ্জগৎ আলোকিত করিয়া এক দিব্য জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল এবং তিনি অন্তরে এই দৈববাণী শুনিতে পাইলেন, "মোহম্মদ, উত্থান কর, সকলকে সতর্ক কর, পালনকর্ত্তা পরমেশ্বরকে গৌরবান্বিত কর"। এই বাণী শ্রবণ করিয়া মোহম্মদ আশ্বস্ত হইলেন, প্রাণে বিমল শান্তি অনুভব করিলেন এবং সত্য ধর্ম্ম প্রচারে বদ্ধপরিকর হইলেন।

শত্রুকে ক্ষমা

ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া হজরত মোহম্মদকে অনেক বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, অনেক সত্যধর্ম্মের বিরোধী শত্রুকে আপন

হস্তে বধ করিতে হইয়াছে, কিন্তু **শত্রুর প্রতি তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল।** একদিন তিনি একটি বৃক্ষতলে গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, এমন সময়ে ডারথার নামক এক দুর্দ্দান্ত কোরেস তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য অশ্বচালনা করিল। অশ্বপদশব্দে জাগ্রত হইয়া তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন। ডারথার নিস্কোষিত তরবারী তাঁহার বক্ষস্থলের নিকট সঞ্চালিত করিয়া কঠোরস্বরে বলিল, "মোহম্মদ, এখন তোকে রক্ষা করিবে কে"? হজরত মোহম্মদ অবিচলিত চিত্তে উত্তর করিলেন, 'পরমেশ্বর'। তিনি এরূপ বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সহিত এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন যে ডারথারের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, হস্ত হইতে মুক্ত তরবারী পড়িয়া গেল। মোহম্মদ তখন সেই তরবারী গ্রহণ পূর্ব্বক সেই হত্যাকারী দস্যুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রে পামর, এখন তোকে রক্ষা করে কে"? ডারথার তখন প্রাণভয়ে ভীত হইয়া মোহম্মদের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া প্রাণ ভিক্ষা করিল। **মহাপ্রাণ হজরত মোহম্মদ মুক্ত প্রাণে হত্যাকারী শত্রুকে ক্ষমা করিলেন।**

হজরত মোহম্মদ কোরেসদের সহিত একটি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করিয়া তিনি রণক্ষেত্রে গিয়া যখন দেখিলেন যে তাঁহার পক্ষীয় সৈন্যগণ প্রতিহিংসা বশবর্ত্তী হইয়া কোরেসদের মৃত দেহগুলি খণ্ড বিখণ্ড করিতেছে, তখন তিনি সৈন্যদিগকে বলিলেন, "তোমরা ধৈর্য্যের সহিত উৎপীড়ন সহ্য কর, যাহারা উৎপীড়িত হইয়াও প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করে না, তাহারা ধন্য"।

অবিশ্রান্ত প্রার্থনা

অবিশ্রান্ত প্রার্থণা মোহম্মদের সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। যিশু যেমন বলিয়াছেন, "pray without ceasing", কন্‌ফুসিয়াস্ যেমন বলিয়াছেন, "pray oftener than you breathe", মোহম্মদও তেমনি তাঁহার জীবন দ্বারা বলিয়া গিয়াছেন, অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর। তিনি যদিও সর্ব্বসাধারণের জন্য পাঁচবার নামাজের নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজ জীবন একটি অবিশ্রান্ত প্রার্থনার জীবন। কি যুদ্ধক্ষেত্রে, কি নির্জ্জন প্রান্তরে, কি অত্যুচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ যখন যে অবস্থায় থাকিতেন প্রার্থনা তাঁহার জীবনের নিত্য সঙ্গী ছিল। কেননা তিনি বিশ্বাস করিতেন যে মানুষ একমাত্র ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা দ্বারাই পবিত্র জীবন লাভ করিতে পারে।

তিনি যে প্রার্থনাটি অনেক সময় করিতেন, তাহা এই :—"হে প্রভু, বিশ্বাস দৃঢ় কর, ও সৎপথে থাকিয়া তোমার আরাধনা করিতে আমাকে সাহায্য কর। আমি এমন নির্ম্মল হৃদয়ের জন্য প্রার্থনা করি যে হৃদয় কখনও দুষ্ট পথে ধাবিত হইবে না। আমার রসনা পবিত্র কর, আমাকে সেই পুণ্যদান কর, যাহা তুমি ভাল মনে কর, আমাকে সেই পাপ হইতে রক্ষা কর যদ্দ্বারা হৃদয় কলুষিত হয়। আমার সেই সকল অপরাধ ক্ষমা কর, যে অপরাধে তুমি আমাকে অপরাধী বলিয়া জান। হে প্রভো! তুমি ভিন্ন তোমার ভৃত্যের অপরাধ আর কেহ ক্ষমা করিতে পারে না। তুমি দয়াগুণে আমাকে ক্ষমা কর, আমার হৃদয়কে পবিত্র করিয়া তোমার কৃপার অধীন কর"। **এই প্রার্থনাটি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে পবিত্র জীবন লাভের জন্য তাঁহার প্রাণে কি ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল। সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা, ইহাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল।**

এই মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করিবার জন্য আজ আমরা সম্মিলিত হইয়াছি। তিনি মানুষকে ধর্ম্মের সে সত্য পথ, সে সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, আমরা যদি সেই পথে কিয়ৎপরিমাণেও অগ্রসর হইতে পারি, তবেই আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন সার্থক হইবে।

হাঁপ কাশের বড়ী

ব্যবহার মাত্র শ্বাস যন্ত্রণা নিবারণ হয়; নিয়মিত সেবনে নিরাময় করে
পুরাণ জমাট কাশ তরল করিয়া উঠাইয়া দেয়।
মূল্য ১৸০ আনা, স্যাম্পল চারি আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

এ, এ, কে, চৌধুরী, নাটোর, রাজসাহী

জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের ন্যায্য অধিকার রক্ষার্থে যত্নবান হও

কেবল ধর্ম্মসেবার উদ্দেশ্যেই কাদিয়ানে হিজরত কর

ধর্ম্মসেবার জন্য যুবকগণ জীবন উৎসর্গ কর

হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল্‌-মসিহ সানির (আইঃ) ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের খোৎবার সার-মর্ম্ম—বঙ্গানুবাদ

সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

'আখলাক' বা সুনীতি ও সদাচারের যে আদর্শ আমরা দুনিয়াতে পেশ করিতে চাই, আজ হইতেই তাহার 'বুনিয়াদ' বা ভিত্তি স্থাপন আবশ্যক এবং যে-পর্য্যন্ত ভিত্তি স্থাপিত না হইবে সে-পর্য্যন্ত কোন সৌধ প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, বর্ত্তমানে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করা হইতেছে, যেমন প্রত্যেক প্রগতিশীল জাতিরই বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়া থাকে ; ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, আমরা দুনিয়ার হিতের জন্য যে কোন কাজ করিব, আপত্তিকারিগণ তাহাতে আপত্তি উঠাইবে এবং দোষারোপকারিগণ দোষারোপ করিবে এবং আমরা এই সকল অমূলক, ভিত্তিহীন ও হীংসা-দ্বেষোদ্ভূত দোষারোপ উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইব ; কিন্তু ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, আমাদের 'আখ্‌লাক' ও ব্যবহার সর্ব্বদা ঠিক রাখা উচিত।

কোন জাতির প্রতি যখন অন্যায় দোষারোপ হইতে থাকে তখন সেই জাতি শত্রুর দোষারোপগুলি উপেক্ষা করিতে অভ্যস্ত হইয়া কখন কখন সত্য ও সঠিক দোষারোপগুলিও উপেক্ষা করিয়া ফেলে।

বর্ত্তমানে কাদিয়ানের মিউনিসিপাল কমিটি সংক্রান্ত এরূপ একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে যাহার গুরুত্ব আমিও স্বীকার করি। প্রশ্নটি এই যে, উক্ত কমিটিতে হিন্দুদিগের প্রতিনিধি রহিয়াছে, শিখদিগের প্রতিনিধি রহিয়াছে, কিন্তু গয়ের-আহমদী মোসলমানদিগের কোন প্রতিনিধি নাই, যদিও তাহারা উক্ত উভয় সম্প্রদায় হইতেই সংখ্যাধিক। সুতরাং ন্যায্য ভাবে কাজ করিতে হইলে এই শেষোক্ত সম্প্রদায়েরও প্রতিনিধি থাকা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে এখানে 'ওয়ার্ড' বিভাগ করিয়াছে তাহাতে তাহারা নিজেদের সংখ্যাধিক্য দ্বারা কোন উপকার লাভ করিতে পারিতেছে না, বরং সংখ্যা লঘুতে পরিণতঃ হইয়াছে।

এখনই জুমার নামাজ পড়িতে আসার কালে এক রিপোর্ট আমার কাণে আসিয়াছে যে, এখানে "ডিফেন্স কমিটী" নামে এক সভা করা হইয়াছে। ইহাতে বহু কিছু মিথ্যা কথা হইয়াছে বটে, কিন্তু এরূপ কোন কোন কথাও বলা হইয়াছে যাহা আমাদের অনুধাবন যোগ্য। আমি জানিতে পারিলাম, লোকগণ এই অভিযোগ করিতেছে যে, সহরের প্রাচীন অধিবাসিগণ যে মহল্লায় থাকে তথায় আলো ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পূর্ণ বন্দোবস্ত নাই। যদি ইহাই সত্য হইয়া থাকে তবে এই অভিযোগ কেবল তাহাদেরই নয়, বরং আমিও ইহাতে শামেল আছি। ইহা সাধুতা ও সততার একান্তই বিরোধী যে আমরা এরূপ কোন কাজ করিব যাহাতে কোন সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করা হইবে।

অবশ্য আমাদের জমাতেরও এই 'হক্‌' আছে যে যদি কেহ তাহাদের সাম্প্রদায়িক অধিকার ক্ষুন্ন করিতে চায় তবে সকলে মিলিয়া তাহার প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু আহমদী-দিগের আদর্শ অতি মহান হওয়া উচিত এবং তাহাদের সর্ব্বদা চেষ্টা করা উচিত যেন অন্যের হক্‌ও ক্ষুন্ন না হয়। অবশ্য আমাদের প্রতি 'মোখালেফাত' বা অন্যায়াচরণ করা হয় এবং যে পর্য্যন্ত তাহাদের এই 'একীন' বা দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিবে যে, এই জমাতকে তাহারা মিটাইতে পারিবে না, সে-পর্য্যন্ত তাহারা মোখালেফাত করিতেই থাকিবে, কিন্তু সে-জন্য তাহাদের কোন ন্যায্য অধিকার আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না।

অবশ্য আমি একথাও জানি যে, আমার এই খোৎবার সুযোগ ধরিয়া মোখালেফগণ বলিবে যে, জমাতে-আহমদীয়ার ইমামই নিজ জমাতের লোকগণকে তিরস্কার ভৎর্সনা করিয়াছে ; কিন্তু লোকের কথায় আমি কোন পরওয়া করি না। যে কথার আমার পরওয়া করা উচিত তাহা এই যে আমরা যেন খোদাতা'লার নিকট অপরাধী সাব্যস্ত না হই এবং

আমাদের প্রতি যেন এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে না পারে যে, আমরা কাহারো 'হক্' নষ্ট করিয়াছি।

অতএব, আমার এই খোৎবা হইতে যে শত্রুগণ অন্যায় সুযোগ নিতে চেষ্টা করিবে তাহা জানা সত্ত্বেও আমি একথা না বলিয়া পারিতেছি না যে, ইহা আমার নিকট অসহনীয় যে, আমাদের উপর কোন কার্য্যভার ন্যাস্ত করা হইবে এবং আমরা তৎপ্রতি উদাসীন থাকিব। **খোদাতা'লা আমাদিগকে তাঁহার সৃষ্টজীবের মঙ্গল সাধনের জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন।** অতএব কমিটির মেম্বরগণের উচিত যে, তাঁহারা আপন আপন ওয়ার্ডের লোকদের ন্যায্য অধিকার রক্ষার্থ যত্নবান হন।

ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সকল মহল্লাই যেন সমান ভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে—তাহা আহমদীরই হউক, আর হিন্দুরই হউক, বা শিখেরই হউক। অবশ্য ধর্ম্মের কেন্দ্র বলিয়া যদি আমরা আমাদের মহল্লাকে অধিকতর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, অধিকতর সুন্দর করিতে চাই তবে তজ্জন্য আমাদের নিজ হইতে খরচ করা উচিত। নিজেদের মহল্লার জন্য কমিটির টাকা অধিকতর খরচ করার আমাদের কোনই অধিকার নাই।

অবশ্য অন্যান্য স্থানে এরূপ হইয়া থাকে; যেমন লাহোরে মাল রোডে যত টাকা খরচ হয় তত টাকা অন্যান্য রোডে বা সাধারণ গলিতে খরচ হয় না। ইহা কেবল লাহোরেরই কথা নয়। অন্যান্য সহরেও দেখা যায় যে, রাস্তা ও গলি পরিষ্কার ব্যাপারে সকলের সহিত একরূপ ব্যবহার করা হয় না। ইহা ইংরাজী নীতি; ইসলামিয়া নীতি এরূপ নয়। ইসলামিয়া নীতি অনুসারে ইংরাজদের এই কাজকে আমরা নিন্দা করি। আমাদের মতে সহরের টাকা সহরের সকল রাস্তার জন্যই সমান ভাবে খরচ করা উচিত।

অতএব এই সব ব্যাপারে আমাদের ইংরাজদের নকল করা উচিত নয়। যে জমাত হইতে যত টাকা পাওয়া যায় সেই অনুপাতে সেই জমাতের উপকার সাধন ত অতি নিম্নস্তরের 'ইন্‌সাফ্'। উচ্চনীতি ত ইহাই যে, সখ্যাগরিষ্ঠ জমাত নিজের টাকা হইতে কিছু বাঁচাইয়া গরীবদের জন্য খরচ করে, এবং ইহাই ইসলামীয়া নীতি।

অতএব আমি আশা করি আমাদের জমাতের মেম্বরগণ শত্রুদের শত্রুতাচরণের পরওয়া না করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করতঃ ইসলামিয়া আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আহমদী, গয়ের-আহমদী, হিন্দু ও শিখ সকলেরই অধিকার সংরক্ষণ করিবেন।

'হিজরত'

অতঃপর আমি আর একটি বিষয়ের প্রতি জমাতের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি; তাহা হইল হিজরতের প্রশ্ন। এই বিষয়টিও অতি জটিল। এক দিক দিয়া আল্লাহতা'লা হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) 'এল্‌হাম' দ্বারা জানাইয়াছেন যে, কাদীয়ান উন্নতি করিবে এবং হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) স্বয়ং ইহা লিখিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কাদীয়ান আসিয়া বাস না করে, কিম্বা অন্ততঃ হৃদয়ে এরূপ বাসনাও পোষণ না করে, তাহার সম্বন্ধে আমার এই আশঙ্কা আছে যে, পাছে সে পবিত্র-বন্ধনে শিথিল থাকিয়া না যায়।

অতএব এই কথার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক আহমদীর হৃদয়েই কাদিয়ান আসিয়া বাস করিবার আকাঙ্খা হয় এবং হওয়া উচিত এবং আমাদেরও এই আকাঙ্খা যে, অধিক হইতে অধিক সংখ্যক লোক এখানে আসিয়া বাস করে, যেন হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার আকাঙ্খা এক স্বাভাবিক আকাঙ্খা এবং আমরা এই আকাঙ্খায় কাহারো পিছনে নই। কিন্তু পক্ষান্তরে আমাদের এই আকাঙ্খাও আছে যে, কাদীয়ানে এরূপ লোকের সংখ্যা যেন বৃদ্ধি না পায় যাহারা ধর্ম্মের দিক দিয়া দুর্ব্বল এবং সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাদের 'আখলাকী' বা নৈতিক পতন আরম্ভ না হয়।

পূর্ব্বে কাদীয়ানে বাহির অপেক্ষা অধিক বিপদ ছিল। তখন কেবল উচ্চ 'আখ্‌লাক' বা চরিত্রবান এবং ধর্ম্মের জন্য কোরবানীর স্পৃহাশীল লোকগণই কাদীয়ানে আসিয়া বসতি করিতেন এবং কেবল খোদাতা'লার প্রীতি ও অনুগ্রহের অন্বেষণেই তাঁহারা এখানে আসিতেন। কিন্তু আজকাল কাদীয়ানে আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া বশতঃ লোকের মনে এই অনুভূতি জাগিয়াছে যে, হিজরত করতঃ কাদীয়ান গেলে কারবারের সুবিধা হইবে, বা কোন চাকুরী লাভ হইবে, কিম্বা সাহায্যের জন্য কোন ওজীফা পাওয়া যাইবে। এই কারণেই দুর্ব্বল ও ভীরু লোকগণ নিজ নিজ স্থানে মোখালেফদের মোকাবেলা করিতে অক্ষম হইয়া হিজরতের নাম লইয়া কাদীয়ান চলিয়া আসে। এরূপ লোক হইতে কখনো ইহা আশা করা যায় না যে, তাহারা সেলসেলার নেজামের অনুবর্ত্তী হইয়া এবং সেলসেলার 'আহ্‌কাম' বা বিধিবিধান মান্য করিয়া কোরবানীর সময় ত্যাগের মহান আদর্শ প্রদর্শন করতঃ জমাতের কাজে প্রফুল্লবদনে ও হৃষ্টচিত্তে

যোগদান করিবে। ইহারা অভাবগ্রস্ত লোক, সাহায্যপ্রার্থী ও এক প্রকার ভিক্ষুক বিশেষ।

অতএব এরূপ ভিক্ষুক, ভীরু ও দুর্ব্বল লোকের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আমাদের 'আখ্‌লাক' উন্নত না হইয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং আমোদের জমাত উন্নতি না করিয়া অবনতি করিবে এবং ইহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি না হইয়া পতন হইবে।

সুতরাং হিজরত সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত এবং ঐরূপ লোকেরই হিজরত করা উচিত যাহারা সিলসিলার জন্য কোরবানী করিবেন এবং ভিক্ষুক, ভীরু বা পলাতক হইবেন না।

রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—

من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله —

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি খোদা এবং তাঁহার রসুলের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করে, সে বাস্তবিকই খোদা ও রসুলের নৈকট্য লাভ করে।

কিন্তু আবার বলিয়াছেন—

من كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه —

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন পার্থিব সুবিধার জন্য বা কোন স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহের উদ্দেশ্যে হিজরত করিবে তাহার হিজরত সেই জন্যই হইবে—অর্থাৎ সে স্ত্রীলোকের মোহাজের, বা দুনিয়ার মোহাজের, বা ব্যবসার মোহাজের, বা নির্ব্বিঘ্নতার মোহাজের বলিয়া অভিহিত হইতে পারে, কিন্তু খোদা এবং তাঁহার রসুলের মোহাজের বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না।

অতএব আমরা খোদা ও রসুলের মোহাজের চাই, দুনিয়ার মোহাজের চাই না। কিন্তু আজকাল এরূপ লোকের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে যাহারা বাহিরের মোখালেফাতের মোকাবেলা করিতে অক্ষম হইয়া ভীত হইয়া এবং বিপদ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে কাদীয়ান চলিয়া আসিয়াছে, খোদাতা'লার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে বা হজরত মসিহ্‌ মাউদের (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে আসে নাই। যখনই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "তোমরা কেন কাদীয়ান আসিয়াছ", তখন তাহারা উত্তর দেয়, "বাহিরে বড় বিপদ"। অর্থাৎ, তাহারা খোদার জন্য আসে নাই, নিজকে নিরাপদ করিবার জন্য আসিয়াছে। অতএব তাহারা খোদার মোহাজের নয়, দুনিয়ার মোহাজের, নিরাপত্তার মোহাজের ব্যবসার মোহাজের।

এই জন্যই যখন তাহাদিগকে বাহিরে যাইয়া তবলিগ করিতে বলা হয়, তখন তাহারা বলে, "কোথায় যাইব? বাহিরে ত শত্রুগণ আমাদিগকে বিশ্রাম লইতে দেয় না।" ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাহারা আরাম লাভের উদ্দেশ্যে কাদিয়ান আসিয়াছে। অথচ হিজরতের উদ্দেশ্য হইয়াছে খোদার জন্য কষ্ট বরণ করিতে আসা। যদি তাহারা হিজরতের এই "আজমত' বা মহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া খোদা এবং রসুলের জন্য হিজরত করিয়া থাকিত তবে তাহাদিগকে বাহিরে যাইয়া তবলিগ করিতে বলিলে তাহারা বলিত, "আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌, আমাদের হিজরতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে। আমরা খোদা ও তাঁহার রসুলের জন্য হিজরত করিয়াছিলাম, খোদাতা'লা আমাদের দ্বারা তাঁহার কাজ করাইলেন।" কিন্তু তাহারা তাহা না বলিয়া বলে, "আমরা যাইব কোথায়? আর যদি যাই, থাইব কোথায়?"

সুতরাং তাহাদের হিজরত আল্লাহ্‌ এবং রসুলের জন্য নয়, তাহাদের হিজরত খাওয়া পরার জন্য—অর্থাৎ, তাহারা হয়তঃ পানহারের জন্য কাদিয়ান আসিয়াছে, কিম্বা তেজারতের জন্য কাদিয়ান আসিয়াছে, কিম্বা শত্রুর হাত হইতে বাঁচিবার জন্য কাদিয়ান আসিয়াছে, প্রকৃত হিজরতের জন্য তাহারা আসে নাই। হিজরত সর্ব্বদাই ধর্ম্মের খেদমতের জন্য করা হয়, নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নয়।

মক্কা হইতে যখন মেসেলমানগণ হিজরত করিতেন তখন তাঁহারা দুনিয়ার চতুষ্কোণে ইসলামকে প্রচার করিবার জন্য বাহির হইতেন। এই জন্যই তাঁহারা মক্কা হইতে হিজরত করিলে কাফেরগণ তাঁহাদের পিছে পিছে যাইয়া তাঁহাদিগকে ধরিয়া মক্কায় নিয়া আসিত। কারণ, তাহারা জানিত যে, যদি ইঁহারা হিজরত করিয়া চলিয়া যান তবে ইসলাম পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর জোরে প্রচারিত হইতে থাকিবে এবং মক্কার চতুষ্পার্শ্বের এলাকাগুলিকেও তাহারা শামেল করিয়া লইবে। তহাই হইয়াছিল।

সাহাবিগণ যখন মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদিনায় গমণ করেন তখন তাঁহারা তথায় গিয়া রুটি খাইতে বসেন নাই, বরং ইসলামের বিজয়ের জন্য যুদ্ধে যোগদান করেন এবং নিজ নিজ প্রাণ খোদা এবং তাঁহার রসুলের জন্য কোরবান করিয়া দেন।

অতএব যাঁহারা বাহিরে আরামে ও স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছেন, যাঁহাদের কাজ চলিতেছে, বা যাঁহারা চাকুরীতে আছেন বা যাঁহাদের তেজারত উত্তমরূপে চলিয়াছে এবং যাঁহাদের সর্ব্বপ্রকারের সুখ-শান্তি আছে, তথাপি কেবল খোদা ও তাঁহার রসুলের (সাঃ) প্রীতি অর্জ্জনের জন্য কাদিয়ান আসিয়া বসতি স্থাপন করতঃ বলেন,—"আমরা আমাদের জীবন 'দ্বীনের' খেদমতের জন্য 'ওয়াক্‌ফ্' করিয়া দিতেছি। আমাদের যথেষ্ট টাকা, যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, কিন্তু আমরা চাই যে, আমাদের দ্বারা খোদাতা'লার দ্বীনের কাজও কিছু হইয়া যায়। আমরা এখন আমাদের সর্ব্ব-জীবন ইসলাম ও আহ্‌মদীয়তের প্রচারের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিব"—তাঁহারাই প্রকৃত মোহাজের। কিম্বা তাঁহারাও প্রকৃত মোহাজের যাঁহাদের নিকট ধন-সম্পত্তি নাই, কিন্তু তাঁহারা আপন শরীর ও সময় খোদাতা'লার পথে উৎসর্গ করিবার উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন এবং সাহাবাগণের (রাঃ) ন্যায় নিজেদের জীবন ইসলাম ও আহ্‌মদীয়তের প্রচার কল্পে খরচ করেন বা করিতে প্রস্তুত আছেন।

কিন্তু যাহারা বাহিরের অসুবিধায় ভীত হইয়া কাদিয়ান আসে, কিম্বা এজন্য আসে যে বাহিরে তাহাদের ব্যবসা চলে না, এখানে আহমদীগণের সংখ্যাধিক্য বশতঃ তেজারতে উন্নতির আশা আছে, তাহারা মোহাজের নয়, তাহারা ভীরু কাপুরুষ এবং পলাতক। তাহাদের থাকিবার স্থান কাদিয়ান কেমন করিয়া হইতে পারে? কাদিয়ান কি ভীরু কাপুরুষ ও পলাতকদের থাকিবার স্থান?

রসুল করীমের (সাঃ) অন্তরধানের পর তিনটি স্থান ব্যতীত সর্ব্বত্র 'এরতেদাদ' ও 'বাগাওত' (ধর্ম্ম-ত্যাগ ও বিদ্রোহ) দেখা দেয় এবং 'মোরতেদ' (ধর্ম্ম-ত্যাগী) এবং মোসলমানগণের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বাঁধে। এই যুদ্ধে কতিপয় মোসলমান শত্রুদের আক্রমণে তিষ্ঠিতে না পারিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ণ করিয়া মদিনায় আসে। হজরত আবু বকর (রাঃ) ইহা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে মদিনা হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করেন এবং এই ঘোষণা কযিয়া দেন যে, ভবিষ্যতে তাহাদিগকে মদিনায় প্রবেশ করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে না।

ইহারা ক্ষণকালের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ভাগিয়া আসিয়াছিল, চিকালের জন্য নয়, তথাপি হজরত আবু বকর (রাঃ) তাহাদের প্রতি কঠোর বিরাগ প্রকাশ করিয়া বলেন, "মদিনা কেবল সেই সকল লোকের স্থান যাহারা এখান হইতে বাহিরে গমন করিয়া দুনিয়ার মোকাবেলা করিবে। যাহারা ভয়ে পলায়ণ করিয়া এখানে আসিবে তাহাদের এখানে স্থান নাই।"

এই জন্যই পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যদি **কেহ হিজরত করিয়া কাদিয়ান আসিতে চান তবে তিনি আসিবার পূর্ব্বে 'মরকেজ' হইতে অনুমতি লইবেন** এবং অনুমতি না লইয়া যদি কেহ কাদিয়ান আসেন তবে তাহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য করা হইবে এবং স্থানীয় জমাতসমূহকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহারা যেন কেবল সেই সকল লোকের জন্যই সুপারিশ করেন যাহাদের বস্তুতঃই 'এখলাস' ও 'তাক্‌ওয়া' আছে এবং যাহারা খোদা এবং তাঁহার রসুলের প্রীতি লাভের জন্য আসিতে চান, দুনিয়ার কোন প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাহিরের জমাতসমূহ এ সম্পর্কে তাহাদের কর্ত্তব্য মোটেই বুঝিতে পারেন নাই। কেহ হিজরত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই তাহাকে সুপরিশ করিয়া দিয়া বলেন, এই ব্যক্তির জীবিকা নির্ব্বাহের এখানে কোন সংস্থান নাই, তাহাকে কাদীয়ান যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হউক, কিম্বা অমুক ব্যক্তি আহমদীয়ত গ্রহণ করার কারণে কঠোর নির্য্যাতনে আছে, তাহাকে আরামের নিশ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য কাদিয়ান আসিতে অনুমতি দেওয়া হউক।

ইহা এইরূপই কথা, যেন দুই রাজ্য মধ্যে যুদ্ধ বাঁধার ফলে রাজার সম্মান যাওয়ার আশঙ্কা হইয়াছে কিম্বা জাতির জীবন মরণের প্রশ্ন উদ্ভব হইয়াছে; এরূপ সময় কোন সিপাহী পলায়ণপর হইল এবং তাহার জন্য জোরের সহিত সুপারিশ করা হইল যে, এই ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ণ করিতে চায়, তাহার জন্য 'মরকেজ' বা রাজধানীতে থাকার স্থান করা হউক। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বা দুনিয়ার কোন বুদ্ধিমান বা দুরদর্শী গবর্ণমেণ্ট কি এরূপই করিয়া থাকেন? তোমরা কি কখনো শুনিয়াছ যে, কোন বৃটিশ সৈন্য ভাগিয়া আসিয়াছিল এবং তাহাকে লণ্ডনে সাহী মহল্লার নিকটে স্থান দেওয়া হইয়াছে? বরং ওখানে এরূপ ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ গুলি করিয়া বধ করা হয়। কিন্তু আমাদের এখানে জমাত-সমূহ সুপারিশ করে যে, অমুক ব্যক্তি শত্রুগণের মোকাবেলা করিতে পারে না তাহাকে কাদীয়ান ডাকিয়া নেওয়া হউক।

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হই যে, জমাত পুনঃ পুনঃ আমার খোৎবা শ্রবণ করা সত্ত্বেও কেমন করিয়া এরূপ সুপারিশ

করিতে প্রস্তুত হয় যে, অমুক ব্যক্তি বিপদ-গ্রস্ত, তাহাকে কাদিয়ান নেওয়া হউক? এরূপ ব্যক্তির সর্ব্ব-প্রথম কর্ত্তব্য শত্রুগণের মোকাবেলা করা এবং তথায় আহমদীয়ত 'কায়েম' না হওয়া পর্য্যন্ত সেই স্থান পরিত্যাগ না করা।..... কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় জমাতসমূহ এখনো নিজ নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে পারে নাই, এবং যখনই বলা হয় যে, একটু অনুসন্ধান করিয়া চিঠির জওয়াব দেওয়া হইবে, তখন লিখিয়া পাঠায়, "অনুসন্ধান পরে করিবেন, আপাততঃ অনুমতি দেওয়া হউক, কারণ সে বড়ই তকলীফে আছে।"

ইহাপেক্ষা ইসলামী নীতির উপহাস আর অধিক কি হইতে পারে? কাদিয়ান যেন ইসলামী সমর-কেন্দ্র নয়, বরং ইসলামী পলাতকের কেন্দ্রস্থল। এই সকল জমাত নিশ্চয়ই নিজ ব্যবহার দ্বারা আহমদীয়তের অপমান, ইসলামের অপমান, সিলসিলার নেজামের অপমান এবং হিজরতের অপমান করিতেছে। যদি আহমদীয়তের কারণে কোন স্থানে কোন ব্যক্তির উপর নির্য্যাতন হয় তবে যে পর্য্যন্ত সেই স্থানের 'মোখালেফাত' পরিবর্ত্তিত হইয়া শান্তিতে পরিণত না হয় সে পর্য্যন্ত তাহাকে সেই স্থান হইতে টলা উচিত নয়। শান্তি স্থাপনের পর সেই ব্যক্তিই হিজরতের আকাঙ্খা পোষণ করিবে যাহার হৃদয়ে দ্বীনের খেদমতের সত্যিকারের অভিলাষ ও আগ্রহ আছে। কিন্তু এখন যাহারা মোহাজের সাজিয়া কাদিয়ান আসিয়াছে তাহারা দ্বীনের কি খেদমত করিতেছে? দিবারাত্র ত তেল-তরকারী বিক্রীতেই লাগিয়া আছে। এই জন্যই কি তাহারা হিজরত করিয়াছিল? ইহাই কি হিজরতের উদ্দেশ্য?

এই সকল লোকই জমাতের গলগ্রহ। ইহাদের মধ্য হইতে মোনাফেক 'পয়দা' হয়। ইহারাই আহমদীয়তকে বদনাম করিতেছে। ইহারা, না এবাদতে তৎপর, না চাঁদা দেয়, না কোরবাণী করে, না তবলীগে হিম্মা নেয়। **সারা বছরে দুই দিন তবলীগ-দিবস আসে, কিন্তু সেই দুই দিনও তাহাদের জন্য ঘর-দোকান ছাড়িয়া তবলীগের উদ্দেশ্যে বাহির হইতে মৃত্যু বোধ হয়।** এতদ-সত্ত্বেও আবার তাহারা বলে, "আমরা হিজরত করিয়া আসিয়াছি"। এরূপ হিজরতের উপর 'লা'নত' বা অভিসম্পাত! ৩৬০ দিনের মধ্যে দুই দিনও তাহারা তবলীগ করিবার তৌফিক পায় না, এবং যখনই তাহাদিগকে দ্বীনের খেদমতের জন্য আহ্বান করা হয় তখনই তাহাদের জিহ্বা জড় হইয়া আসে।

নাজির দাওয়াতু-তবলীগ হইতে সর্ব্বদাই আমার নিকট এই অভিযোগ আসে যে, যখনই লোকদিগকে তবলীগ করিতে বলা হয় তখনই একদল লোক প্রাণ বাঁচাইতে চায়।

কাদিয়ানের বর্ত্তমান আহমদীদিগের লোকসংখ্যা প্রায় সাত হাজার; তন্মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার পুরুষ। ইহাদের মধ্য হইতে ১৮ বৎসরের নিম্নের বালকদিগকে বাদ দিলেও আড়াই হাজার বয়ঃপ্রাপ্ত জ্ঞানী পুরুষ থাকিয়া যায়। এই আড়াই হাজার লোক যদি প্রত্যেক বছরে ১৫ দিন করিয়া তবলীগের জন্য উৎসর্গ করে, তবে প্রত্যহ প্রায় ১০০ লোক তবলীগে নিয়োজিত থাকিতে পারে। এইরূপে যদি ১০০ গ্রামে সর্ব্বদা তবলীগ হইতে থাকে, এবং এই সকল গ্রামে সর্ব্বদাই আমাদের এক জন লোক বসিয়া তবলীগ করিতে থাকে তবে এক বৎসরেই মহা পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে।

যাহারা হিজরত করিয়া এখানে আসিয়াছেন তাহারা বলুন, কোন্ জিনিষের নাম তাহারা হিজরত রাখিয়াছেন। আপন স্বার্থের অন্বেষণ করিবার নাম হিজরত দিলে ত শরীয়তের এই অনুষ্ঠানের অপমান করা হয়।

অতএব জমাতের বন্ধুগণকে আমি উপদেশ দিতেছি যেন তাহারা এসম্পর্কে আপন আপন দায়িত্ব উপলব্ধি করেন। আমার এ উদ্দেশ্য নয় যে, ভবিষ্যতে কাহাকেও হিজরতের অনুমতি দেওয়া হইবে না। অবশ্য জমাতের বন্ধুগণকে হিজরতের জন্য তাকিদ করা উচিত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হিজরতের আসল উদ্দেশ্যের প্রতিও দৃষ্টি রাখা উচিত। যাহারা সত্যিকারের হিজরত করিয়া এখানে আসিতে চাহেন তাহাদের জন্য আমি কখনো প্রতিবন্ধক হইব না, বরং তাহাদিগকে সাহায্য করিতেও আমি প্রস্তুত এবং আমার জ্ঞান মতে যোগ্য সাহাবিগণকে কতকটা সাহায্য করা আমাদের 'ফরজ'।

রসুল করীমের (সাঃ) সাহাবিগণ (রাঃ) যখন হিজরত করিয়া মদিনায় গিয়াছিলেন তখন আন্‌ছারগণ তাঁহাদের আপন সম্পত্তির এক অংশ তাঁহাদের জন্য পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন এবং নিজেদের পানাহারে তাঁহাদিগকে শরীক করিয়া লইয়াছিলেন এবং আমি মনে করি প্রত্যেক সত্যিকারের মোহাজেরেরই এই 'হক' আছে—অবশ্য যদি খোদা ও রসুলের জন্য হিজরত করিয়া থাকে এবং দুনিয়ার জন্য, আরাম তালাসের জন্য করিয়া না থাকে। আজকাল যাহারা হিজরতের নামে কাদিয়ান আসিয়াছে তাহারা আপত্তি করিয়া থাকে যে, তাহাদিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করে

না। তাহাদের এই আপত্তির উত্তর এই যে, যাহারা দুশমনের মোকাবেলা হইতে ভাগিয়া পলাতক হইয়া আসে তাহাদিগকে সাহায্য করার জন্য খোদা এবং তাঁহার রসুল কি আমাদিগকে কোনও আদেশ করিয়াছেন? যদি খোদা ও রসুলের এমন কোন আদেশ থাকিয়া থাকে তবে তাহা দেখাউক। আমি যতটুক কোরান ও হাদীস দেখিয়াছি তাহাতে ত এই বোধ হয় যে আল্লাহতা'লা এরূপ লোককে মোমেনদের নিকট হইতে দূরে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিয়াছেন। এরূপ লোক মোনাফেক এবং কার্য্যতঃ ইসলামের ক্ষতিসাধনকারী। এরূপ লোককে সাহায্য করিলে ত ইসলাম ও আহমদীয়তের প্রতি কঠোর জুল্‌ম করা হইবে।

কতিপয় লোক আছে, তাহারা কাদিয়ান আসিয়া আপন স্ত্রীপুত্রগণকে এখানে পরিত্যাগ করিয়া বহিরে চলিয়া যায়। অতঃপর তাহাদের স্ত্রীপুত্রকন্যাদের নিকট হইতে আমার নিকট উপর্য্যুপরি সাহায্যের জন্য ও বৃত্তি নির্দ্ধারণের জন্য চিঠি আসিতে থাকে। আমি সর্ব্বদাই তাহাদিগকে বলিয়া থাকি "তোমরা কোন্ সম্পত্তির ভরসায় এখানে আসিয়াছিলে? যদি তোমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের কোন সংস্থানই ছিল না তবে কাদিয়ান আসিলে কেন এবং তোমাদের জন্য এখন কেন ওজিফা নির্দ্ধারণ করা হইবে?"

এরূপ লোকদের জন্য যদি 'ওজিফা' নির্দ্ধারণ করা হয় তবে দশ দিনের মধ্যেই সিলসিলার যাবতীয় কাজ 'খতম' হইয়া যাইবে। কারণ যখনই একথার প্রচার হইবে যে, এখানে বে-কার নিঃস্ব ও পলাতকদিগকে ওজিফা দেওয়া হয় তখনই শত শত বে-কার ও অধঃপতিত লোক কাদিয়ান আসিয়া নিজ নিজ ওজিফার দরখাস্ত পেশ করিবে এবং তাহাদিগকে 'ওজিফা দিতে গেলে সিলসিলার যাবতীয় কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে। তবলীগ বন্ধ হইবে, স্কুল মাদ্রাসা বন্ধ হইবে, সংবাদপত্র ও পুস্তিকাদি বন্ধ হইবে, আফিস বন্ধ হইবে, এবং ইত্যাদি বন্ধ হওয়ার কারণ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমাদিগকে এই উত্তর দিতে হইবে যে, "হাজার হাজার দরিদ্র ও নিঃস্ব পরিবারকে, যাহারা আধ্যাত্মিক সংগ্রাম-ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া কাদিয়ান আসিয়াছে, ওজিফা দেওয়া হইয়াছে এবং তাহারা আরামে রুটি ভক্ষণ করিতেছে।" দুনিয়ার লোক কি আমাদের এই কথা শুনিয়া আমাদের প্রশংসা করিবে? তাহারা বরং আমাদিষকে পাগল সব্যস্ত করিবে।

সুতরাং এই সকল লোকের হিজরত প্রকৃত হিজরত নয়। প্রকৃত মোহাজের তাঁহারাই যাঁহারা বাহিরে শত্রুদের সম্মুখীন হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং আহমদীয়তের জন্য আত্মবিলীন করিয়া দিয়াছেন, যাঁহাদের বাহিরে বাড়ীও আছে, সম্পত্তিও আছে, কিম্বা যাঁহাদের তাহা নাই তাঁহারা নিজ শরীরকে সিলসিলার খেদমতে লাগাইবার আকাঙ্খা রাখেন এবং কার্য্যতঃ ধর্ম্মের সীপাহী হইয়া নিজেদের সমস্ত জীবন খোদাতা'লা ও তাঁহার সিলসিলার জন্য উৎসর্গ করিয়া দেন। এরূপ লোক কাদিয়ান আসিলে তাঁহাদের দ্বারা সিলসিলার 'ফায়দা' হইবে। কারণ তাঁহাদিগকে বলিয়া দিব যে, দ্বীনের খেদমতের জন্য যখন কাদিয়ান আসিয়াছেন তখন অমুক গ্রামে যাইয়া দ্বীনের খেদমত করুন, আপনাদের হিজরতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে। রসুল করীমও (সাঃ) কখন কখন মোহাজেরগণকে তবলীগ বা লড়াইয়ের জন্য এদিক সেদিক পাঠাইয়া দিতেন এবং তাঁহারা সানন্দে তথায় চলিয়া যাইতেন।

কিন্তু যাহারা দোকান করিবার জন্য এখানে আসিয়াছে তাহাদিগকে কোথাও যাইয়া তবলীগ করিতে বলিলে তাহারা বলে "কেমন করিয়া যাইব, দোকানের ক্ষতি হয়"। অতএব তাহাদের হিজরত কোন হিজরত নয় এবং এরূপ মোহাজেরের আমাদের কোন আবশ্যক নাই। আমাদের সেইরূপ মোহাজেরীণেরই আবশ্যক যাঁহারা খোদা ও তাঁহার রসুলের জন্য আসেন এবং যখনই তাঁহাদের কর্ণে একথা প্রবেশ করে যে, দ্বীনের জন্য তাঁহাদের সাহায্য আবশ্যক, তখনই নিজের যাবতীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া 'লাব্বায়েক' বলিয়া উপস্থিত হন। এরূপ লোক কাদিয়ান আসিলে আমরা তাঁহাদিগকে সাময়িকভাবে কিছু সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছি। যথা,—তাঁহাদের যদি বাহিরে গৃহ-সম্পত্তি থাকিয়া থাকে যাহা হঠাৎ বিক্রি করা মুশ্‌কেল তবে আমরা এরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারি যে, তাঁহাকে কিছু কর্জ্জ প্রদান করিয়া কাদিয়ানে তাঁহার বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিব এবং পরে তিনি তাঁহার বাহিরের ঘর-সম্পত্তি বিক্রি করিয়া আমাদের টাকা ফিরাইয়া দিবেন। অতএব এরূপ লোক আসিলে তাঁহাদিগকে আমরা যথা-শক্তি সাহায্য করিতে পারি। এরূপ লোকই কাদিয়ানে রক্ষিত হইবার অধিকারী। তাঁহাদের দ্বারা যে আবাদী বাড়িবে তাহাই আসল ও নেক আবাদী হইবে।

কিন্তু যাহারা এখন কাদিয়ান আসিয়াছে, তাহাদেরও নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তাহারা নিজ নিজ 'নিয়ত' পরিবর্ত্তিত করিয়া লউক এবং পূর্ব্বকার কুউদ্দেশ্য পরিত্যাগ

করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়া লউক যে, ভবিষ্যতে তাহারা খোদাতা'লার দ্বীনের খেদমতের জন্য কাদিয়ানে বাস করিবে, ফেৎনা হইতে সর্ব্বদা বাঁচিয়া থাকিবে এবং যখনই কর্ণে দ্বীনের আহ্বান পড়িবে তখনই সেই আহ্বানে 'লাব্বায়েক' বলিয়া উপস্থিত হইবে এবং যেখানেই তবলীগের জন্য যাওয়ার আবশ্যক হয় সেখানেই নিজের শত ক্ষতি স্বীকার করিয়া হইলেও পৌঁছিবে। তাহা হইলে তাহারা দেখিবে যে তাহাদের উপরও খোদাতা'লার সেই 'ফজল' বর্ষিত হইবে যাহা আল্লাহতা'লার তরফ হইতে মোহাজেরদিগের উপর বর্ষিত হয়।

অতঃপর এক মোনাফেক কেমন করিয়া প্রকৃত তৌবা করার ফলে খোদাতা'লার 'মকবুল' বান্দায় পরিণত হইয়াছিল দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণনা করতঃ হুজুর (আইঃ) বলেন :—

খোদাতা'লার 'দরওয়াজা' সকলের জন্যই উন্মুক্ত আছে। তিনি প্রত্যেকের প্রতিই 'রহম' বা করুণা করিতে প্রস্তুত, অবশ্য যদি সে তাঁহার করুণা-ভিখারী হইয়া তাঁহার দরবারে উপস্থিত হয়। অতএব যাহারা এখানে দুনিয়ার জন্য হিজরত করিয়া আসিয়াছে এবং বসিয়া কেবল রুটিই খাইতেছে, দ্বীনের কোন কাজ করিতেছে না তাহাদিগকে আমি বলিতেছি যে, তাহাদেরও নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। তাহারা যদি চিত্তকে সংশোধন করিয়া খোদাতা'লার নিকট **প্রকৃত তৌবা** করে, তবে আজ হইতেই তাহারা প্রকৃত মোহাজের হইতে পারে এবং খোদাতা'লার সমীপে রোদন করিলে, হইতে পারে যে, তাহারা খোদাতা'লার রেজীষ্টারীতে সেই দিন হইতেই মোহাজের বলিয়া লিখিত হইবে, যে-দিন হইতে তাহারা কাদিয়ান আসিয়াছে।

এই 'হিজরত' তাহরিক-জদীদের মোতালেবার অন্তর্গত। তাহরীক-জদীদের এক মোতালেবা এই যে, লোক কাদিয়ান বাড়ী প্রস্তুত করুক এবং এখানেই বাস করুক। অতএব আমি হিজরতের বিরোধী নই, বরং পূর্বাপেক্ষা অধিকতর জোরের সহিত তাহরিক করিতেছি যে, লোক কাদিয়ানে নিজ বাড়ী প্রস্তুত করুক এবং বাস করুক। কিন্তু আমি বলি যে, **খোদা ও তাঁহার রসুলের সন্তোষ লাভের জন্য আস, কোন স্বার্থের উদ্দেশ্যে বা দুনিয়ার লালচে এখানে আসিও না।**...এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া আস যে দ্বীনের খেদমত করিবে এবং জীবনের একাংশ মানবের সেবা এবং ইসলামের সেবার জন্য উৎসর্গ করিবে।...এবং যখনই তোমাদিগকে বাহিরে যাইয়া তবলীগ করিতে বলা হইবে তখনই বাহির হইয়া পড়িবে এবং যেখানে পাঠান হয় সেখানেই কাজ করিবে। ইহাতে তোমাদেরও মঙ্গল হইবে, ধর্ম্মেরও কল্যাণ হইবে এবং মানবেরও হিত হইবে।

জীবন ওয়াক্‌ফ্‌

আমি আমাদের জমাতের যুবকবর্গকে জীবন উৎসর্গ করিতে যে আহ্বান করিয়াছি তাহাতে বহু মৌলবী-ফাজেল এবং গ্রাজুয়েটের দরখাস্ত আসিতেছে; কিন্তু আরো বহু যুবকের আবশ্যক। অতএব যাহারা মৌলবী ফাজেল বা গ্রাজুয়েট আছেন এবং বিনা-শর্ত্তে ইসলাম ও আহমদীয়তের সেবাকল্পে সম্পূর্ণ জীবন ওয়াক্‌ফ্‌ করিতে প্রস্তুত আছেন তাহারা সত্বর আপন আপন নাম পেশ করুন। যথেষ্ট সংখ্যক দরখাস্ত উপস্থিত হইলে তাহাদের মধ্য হইতে উপযুক্ত যুবকদিগকে নির্ব্বাচন করা হইবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রস্তাব আমার মনে আসিয়াছে। তাহাও আমি অদ্য ঘোষণা করিয়া দিতে চাই। তাহা এই যে—মৌলবী ফাজেল এবং গ্রাজুয়েট ছাড়া এরূপ কতিপয় লোকেরও আবশ্যক যাহাদের বয়স বিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে, যাহারা মাইনর পাস-করা, বিবাহিত, কিম্বা বিবাহের প্রস্তাব হইয়া আছে এবং ছয় মাস বা এক বৎসরের মধ্যে বিবাহ হইয়া যাইবে। এই সকল ওয়াক্‌ফ্‌কারীকে গ্রামে রাখা হইবে। সুতরাং এরূপ লোকই হওয়া আবশ্যক যাহারা পরিশ্রম করিতে এবং নিজ হাতে কাজ করিতে প্রস্তুত হইবেন। তাঁহাদিগের দ্বারা বেশীর ভাগ শিক্ষকের কাজ লওয়া হইবে। কিন্তু তাঁহাদিগকে যে ট্রেনিং দেওয়া হইবে তাহাতে কৃষি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য—যথা, হাল চালান, ফসল কাটা ইত্যাদি—এতদ্ব্যতীত কর্ম্মকারের এবং সূত্রধরের কাজও তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে, এবং ট্রেনিংএর পর যখন তাঁহাদিগকে কোথাও কাজে নিয়োজিত করা হইবে তখনও তাঁহাদিগকে এই সকল কাজ রীতিমত জারী রাখিতে হইবে এবং পরেও হাল চালান এবং কর্ম্মকারের ও সূত্রধরের কাজ জারি থাকিবে।

বর্ত্তমানে এরূপ ছয় জনের দরকার। আমাদের জমাতে এরূপ বহু লোক আছেন যাহারা আমার নিকট চিঠি লিখিয়া জানাইতেছেন যে, তাহারা অধিক লিখা-পড়া জানেন না,

মাইনর বা এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন, কিন্তু দ্বীনের খেদমতের আগ্রহ রাখেন এবং অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, দ্বীনের খেদমতের সুযোগ হইতে যেন তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখা না হয়। এরূপ লোকদের জন্য এখন নিজকে পেশ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। মাইনর পাসই হউক, বা এণ্ট্রান্স পাসই হউক তাহারা নিজদিগকে পেশ করিতে পারেন; কিন্তু অন্ততঃ পক্ষে মাইনর পাস হওয়া আবশ্যক, কারণ তাহাদিগকে শিক্ষকের কাজও করিতে হইবে।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমি খোদাতা'লার ফজলে এরূপ এক স্কীম চিন্তা করিয়াছি যাহা কার্য্যকরী হইলে আমরা অতি অল্পকাল মধ্যে দুনিয়াতে তালীম-তরবীয়তের এক বিশাল জাল বিস্তৃত করিতে পারিব। এই সকল লোককে তাহরিক-জদীদের অধীনেই ট্রেনিং ও শিক্ষা দেওয়া হইবে। ট্রেনিং লাভের পর তাহাদিগকে বিভিন্ন গ্রামে নিযুক্ত করা হইবে। তথায় তাহারা কি কাজ করিবেন তাহা পরে বলা হইবে। আপাততঃ আমি এই বলিয়া দিতেছি যে, তাহাদের দ্বারা বেশীর ভাগ এরূপ কাজ করান হইবে যাহা হাত দ্বারা করিতে হয়। কারণ, যে সকল লোকের প্রচেষ্টা কেবল কেতাবেই সীমাবদ্ধ তাহারা কখনো গ্রামে 'মুফদী' বা কল্যাণকর হয় না। এরূপ লোক বরং গ্রামবাসীদের চরিত্র বিকৃত করিয়া দেয়। গ্রামবাসীদের উন্নতি সেই লোক দ্বারাই হইতে পারে, যে তাহাদেরই একজন হইয়া তাহাদের সহিত হাল চাষ করে, সূত্রধরের বা কর্ম্মকারের কাজ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে শিক্ষাও দিতে থাকে, সদোপদেশও দিতে থাকে। এই পদ্ধতিতে কাজ না করিলে গ্রামের উন্নতি না হইয়া বরং অবনতি হওয়ারই সম্ভাবনা। যথা—পাঠশালায় পড়ার সময় যদি শিক্ষক মুখে হুক্কার নল সংলগ্ন করিয়া গপ্প করিতে থাকে তবে এরূপ লোকের নমুনা দেখিয়া গ্রামের লোক উন্নতি করা দূরে থাকুক বরং আপন সদভ্যাসগুলিও ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু শিক্ষক যদি তাহাদেরই সঙ্গে হাল চালাইতে চালাইতে তাহাদের বীজের বা লাঙ্গলের দোষ-ত্রুটি এবং নিজের বীজ বা লাঙ্গলের গুণ বর্ণনা করিতে থাকেন তবে এই শিক্ষক পূর্ব্ববর্ণিত শিক্ষক অপেক্ষা গ্রামের জন্য অধিক কল্যাণকর হইবেন।

অতএব যাহারা আমার এই তাহরিকে নিজদিগকে পেশ করিবেন তাহারা এরূপ লোক হওয়া উচিত যাহাদের বয়স বিশ হইতে চল্লিশ পর্য্যন্ত, যাহারা নিজ হাতে কাজ করিতে অভ্যস্ত এবং পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত। এরূপ লোককে আমরা বেতন দিব না, বরং কাজ দিব, যেন তাহারা গ্রামবাসিগণের জন্য সদাদর্শ হন এবং তাহাদের উন্নতি ও সৌভাগ্যের কারণ হন। এই সকল লোকের সাহায্যে গ্রামবাসীদিগকে পল্লী সংস্কারের উপায় এবং বিভিন্ন ব্যবসা ও উন্নতির পথ শিক্ষা দেওয়া হইবে। মোটকথা, পিতা যেমন ভাবে আপন সন্তানদের নিয়া থাকেন ইহারাও তদ্রূপ ভাবে গ্রামবাসীদের নিয়া থাকিবেন। ইহারা নিজদেরও জীবিকা অর্জ্জন করিবেন এবং অপরকেও নিজদের পেশা শিক্ষা দিবেন। ফলতঃ, তাহারা কৃষক-সন্তানদিগকে কেবল কেতাবী শিক্ষা দিয়া আরাম-প্রিয় করিয়া তুলিবেন না, বরং তাহাদিগকে অধিকতর পরিশ্রমী, অধিকতর রোজগারী, অধিকতর হুশিয়ার করিবেন।

এই স্কিম ফলবতী হইলে খোদাতা'লার ফজলে গ্রামে আমাদের পদ অতি দৃঢ় হইবে। আজকাল ত প্রায়ই এরূপ হয় যে, গ্রামে কতিপয় ব্যক্তি আহমদী হয়; কিন্তু ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে কিছুকাল পরে তাহাদের হৃদয়ে মরীচা ধরে এবং ফলে 'মুরতেদ' বা ধর্ম্মত্যাগী হইয়া যায়। এই স্কীমের সাহায্যে আমি এরূপ ব্যবস্থা করিতে চাই, যেন ঐ সকল লোক, পতিত না হয়। ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বত্র আহমদীয়ার কেন্দ্র স্থাপিত হওয়া দরকার। প্রত্যেক জায়গায়ই এরূপ শিক্ষা-প্রাপ্ত লোক বিদ্যমান থাকা উচিত যাহারা নিজের জীবিকাও অর্জ্জন করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকদিগকে শিক্ষাও দিতে থাকিবেন।

এই উদ্দেশ্যে বর্ত্তমানে ছয় জন লোক দ্বারা জমাত করা হইবে। যাহারা এই আহ্বানে সাড়া দিতে চান তাহারা জীবন উৎসর্গ করিয়া নাম পেশ করুন এবং স্মরণ রাখিবেন যে, মুখে খেদমতের দাবী করা এবং কার্য্যতঃ কোন খেদমত করা এই দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। মুখে দাবী করা সহজ, কিন্তু কাজ করা কঠিন, এবং কাজ করার ফলেই খোদাতা'লার অনুগ্রহ লাভ হয়।

আমি আশা করি, এই স্কীম দ্বারা আমি অল্পশিক্ষিত লোকদের দ্বীনের খেদমত করিবার আকাঙ্খা কতক পূর্ণ করিতে পারিব এবং এই স্কীম সফল হইলে তরবীয়তের দিক দিয়া জমাতে এক পরিবর্ত্তন আসিবে। কাজ আল্লাহ্‌তা'লাই করিবেন। আমরা হাজার হাজার কাজ করি কিন্তু আলস্য ও শৈথিল্যের কারণে ফল লাভ করিতে পারি না। অতএব সবই আল্লাহ্‌তা'লার ফজলেই হইতে পারে এবং আমি আল্লাহ্‌তা'লার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাকে এই স্কীম পূর্ণ করিবার তৌফিক দিন এবং প্রত্যেক গ্রামে আমাদের কোন না কোন মোবাল্লেগ কাজ করিতে থাকুক। তাঁহার ফজল আমাদের উপর বর্ষিত হউক এবং এই স্কীমে আমাদের জন্য দ্বীন ও দুনিয়ার সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল নিহিত থাকুক। আমিন।

খেলাফত জুবিলী ফাণ্ড

খোদাতা'লার অপার অনুগ্রহে আহমদীয়া সিলসিলায় যোগদান করার ফলে আমরা **খেলাফত রূপ আল্লাহ্‌তালার মহা-বর** লাভ করিয়াছি। আজ শতধা বিচ্ছিন্ন মোসলেম-জগতে একমাত্র আহমদীয়া জমাতেই **ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় অপরিহার্য্য প্রতিষ্ঠান খেলাফত** বিদ্যমান—একমাত্র আহমদীগণই আজ এক খলিফার নেতৃত্বাধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাঁহার পদতলে ধন-প্রাণ লুটাইয়া দিয়া সমস্ত জগতে ইসলামের বিজয় অভিযান চালাইয়াছে। আজ এই খেলাফতের 'বরকত' ও আশীর্ব্বাদেই মুষ্টিমেয় আহমদী, জগতে অসাধ্য সাধন করিতেছে—বর্ত্তমান জড়বাদ ও নাস্তিকতার যুগে লক্ষ লক্ষ প্রাণকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া ইহার শান্তিময় ছায়াতলে স্থান দিয়াছে ও দিতেছে। এই খেলাফতের বরকতেই আজ কতিপয় গরীব আহমদী দুনিয়ার সর্ব্বত্র ইসলাম-মিশন প্রতিষ্ঠিত করতঃ জগদ্বাসীকে ইসলামের শান্তি-বাণী শুনাইতে সক্ষম হইতেছে।

আমাদের বর্ত্তমান খলিফার (আইঃ) খেলাফতের আজ পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। এই 'মোবারক' কাল মধ্যে খোদাতা'লার ফজলে তবলীগের কাজ অতি দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করিয়াছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ! উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা, লণ্ডন, ইটালী, হাঙ্গেরী, পোলেণ্ড, সিরিয়া, মিশর, পূর্ব্ব আফ্রিকা, পশ্চিম আফ্রিকা, জাভা, চীন, জাপান প্রভৃতি স্থানের মিশন এই 'মোবারক' কালেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই খেলাফতের মোবারক নেতৃত্বের ফলেই আজ দুনিয়ার চারিদিকে ইসলামের বিজয় নিশান উড়িয়াছে এবং তাঁহারই উৎসাহ দান ও আশীর্ব্বাদের ফলেই আজ ইসলাম প্রচারকগণ দ্বীনের কাজে মৃত্যু বরণ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। তাঁহারই 'তরবীয়ত' এবং 'দোয়ার' ফলে আমাদের মধ্যে হজরত রসুল করীমের (সাঃ) সাহাবীর (রাঃ) ন্যায় পুণ্যবান ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ গড়িয়া উঠিতেছেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌, সুম্মা আল্‌হামদুলিল্লাহ!

সুতরাং এই মোবারক খেলাফতের ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে খোদাতা'লার দরগাহে 'শুক্‌রিয়া' বা কৃতজ্ঞতা নিবেদন প্রত্যেক সরল-প্রাণ আহ্‌মদীর হৃদয়ের এক স্বাভাবিক প্রেরণা হওয়া উচিত। এই স্বাভাবিক অনুপ্রেরণারই আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা চৌধুরী সার মোহাম্মদ জাফরউল্লাহ্‌ খান, কে, সি, এস, আই, **খোদাতা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থ এবং হজরত খলিফাতুল-মসিহ্‌ সানির (আইঃ) প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনার্থ খেলাফত-জুবিলীর প্রস্তাব** করিয়া জমাত হইতে **তিন লক্ষ টাকা** চাহিয়াছেন। এই তিন লক্ষ টাকা আদায় করিয়া দিবার জন্য নাজের বয়তুল মাল কর্ত্তৃক **প্রত্যেক হৃদয়বান আহমদীর নিকট হইতে এক মাসের আয় চাওয়া হইয়াছে।** খোদাতা'লার ফজলে সকল জমাতই এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছে।

বাঙ্গালার জমাতও খোদাতা'লার ফজলে পিছনে থাকে নাই। ইতিমধ্যে বাঙ্গালার জমাত হইতে এই উপলক্ষে ৩৭১১৷৶০ আনার 'ওয়াদা' এবং মং ৪৬১৷৶০ আনা নগদ পাওয়া গিয়াছে। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। আল্লাহ'তালা আমাদের বাঙ্গালার ভ্রাতা-ভগ্নিগণকে ধর্ম্ম-কার্য্যে আরো কোরবানী করিবার তৌফিক দিন—আমীন।

বাঙ্গালার ভ্রাতা-ভগ্নি ও জমাত সমূহের খেদমতে অনুরোধ এই যে তাঁহারা আপন আপন ওয়াদাকৃত চাঁদা আগামী মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে এক কালীন বা কিস্তি অনুযায়ী আদায় করিয়া, বা যাহারা এখনো কোন ওয়াদা প্রেরণ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা সত্বর নিজ নিজ ওয়াদা জানাইয়া বাধিত করিবেন। স্মরণ রাখিবেন এরূপ সুযোগ পুনরায় লাভ হয় কি না সন্দেহ। খোদাতা'লার তরফ হইতে কখন কাহার ডাক আসে বলা যায় না। অতএব সময় থাকিতে পুণ্য সঞ্চয়ের সুযোগ হইতে ফায়দা গ্রহণ করুন।

প্রত্যেক জমাতের আমীর, প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী সাহেব-গণের খেদমতে নিবেদন এই যে, তাঁহারা এ বিষয়ে অত্যন্ত তৎপরতার সহিত কার্য্য করিবেন এবং সকল আহমদী ভ্রাতাভগ্নিগণ হইতে 'ওয়াদা' বা ওয়াদা কৃত চাঁদা আদায় করিয়া তাহা অত্র আফিসে সত্বর প্রেরণ করিবেন। খোদাতা'লা আমাদের সকলের সহায় হউন—আমীন।

পূর্ব্ব-প্রকাশিত ওয়াদা ও চাঁদা প্রাপ্তির পর আরো যে সকল বন্ধু বা জমাত হইতে চাঁদা বা ওয়াদা পাওয়া গিয়াছে নিম্নে তাহা উল্লেখ করা গেল।

ওয়াদাপ্রাপ্তি

পূর্ব্ব প্রকাশিত মোট ওয়াদা— ২৯০৬৷৶০

মৌলবী এ, এম, হুস্‌সামউদ্দীন হায়দার সাহেব হাওড়া—৭০০৲

মৌলবী মীর রফিক আলী সাহেব, এম-এ, বি-টি রাজসাহী—১০০৲

মিসেস মীর রফিক আলী, রাজসাহী— ৫৲

সর্ব্ব মোট—৩৭১১৷৶০

চাঁদা-প্রাপ্তি

পূর্ব্ব-প্রকাশিত মোট প্রাপ্ত চাঁদা— ৩৯৬৶০

১৫ই ডিসেম্বর হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রাপ্ত—

১। মৌলবী আমীর হুসেন সাহেব, নদীয়া — ৫৲

২। সিউরি আঞ্জোমনে আহমদীয়া— ১০৲

৩। ঢাকা ,, ,, ৩৲

৪। সরাইল ,, ,, ১৲

৫। খরমপুর ,, ,, ৬৲

৬। বগুড়া ,, ,, ৪০৲

৪৬১৶০

জেনারেল সেক্রেটারী
ব', প্রাঃ, আঃ, আঃ,

কাদীয়ানে সালানা জলসা, ১৯৩৮

প্রোগ্রাম

২৬শে ডিসেম্বর সোমবার

প্রথম অধিবেশন—৯-৩০ হইতে ১-১৫

১। হজরত আমিরুল মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌ সানির (আইঃ) অভিভাষণ।

২। হজরত মসিহ মাউদের পুণ্য-স্মৃতি—ডাঃ এম, এম, সাদেক, ইংলণ্ড ও আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব মিশনারী।

৩। খোদার একত্ব—প্রফেসার মোহাম্মদ আসলাম এম-এ,

৪। হজের ফিলোসফি—আল্লামা মৌলবী গোলাম রসুল রাজেকী, অহমদীয়া মিশনারী।

জুহর-আসর নামাজ

দ্বিতীয় অধিবেশন—২-৩০ হইতে ৫-১৫

৫। ইংলণ্ডের অভিজ্ঞতা—মৌলবী আবদুর রহীম দার্দ এম-এ, ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব মিশনারী।

৬। অমোসলমানদিগের মধ্যে প্রচার—চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সাইয়াল এম-এ, নাজির-আলা।

৭। দ্বিতীয় খেলাফত—মৌলবী মোহাম্মদ ইয়ার, মৌলবী-ফাজেল, ভূতপূর্ব্ব ইংলণ্ডের মিশনারী।

২৭শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার

প্রথম অধিবেশন—৯-৩০ হইতে ১ টা

১। তাহরিক জদীদ—মৌলবী আবদুর রহীম নাইয়ার, ভূতপূর্ব্ব ইংলণ্ড ও আফ্রিকার মিশনারী।

২। আহমদীয়া মতবাদ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন—হাফেজ মীরজা নাসের আহমদ, মৌলবী ফাজেল, বি-এ (অক্‌সন)

খেলাফত জুবীলী ফাণ্ড— চৌধুরী সার মোহাম্মদ জাফরউল্লাহ্‌ খান, কে, সি, এস, আই।

জুহর-আসর নামাজ

দ্বিতীয় অধিবেশন—২-৩০ হইতে

৪। হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) বক্তৃতা।

২৮শে ডিসেম্বর, বুধবার

প্রথম অধিবেশন—৯-১৫ হইতে ১-১৫

১। নবুওত ও আহমদীয়া মতবাদ—মৌলবী গোলাম আহমদ মোজাহেদ, মৌলবী-ফাজেল, প্রফেসার, জামেয়া-আহমদীয়া।

২। হজরত মসিহ মাউদের দান—মৌলবী মোহাম্মদ সলিম, মৌলবী-ফাজেল, ভূতপূর্ব্ব পেলেষ্টাইন মিশনারী।

৩। রসুল-করীমের ভবিষ্যদ্বাণী—সৈয়দ জয়নাল আবেদীন ওয়ালী উল্লাহ্ শাহ, নাজির, উমুর-ই-আম্মা।

৪। খোদাতা'লার প্রকৃত প্রতিনিধি—মৌলবী আবুল আতা, মৌলবী-ফাজেল, ভূতপূর্ব্ব পেলেষ্টাইন মিশনারী।

জোহর-আসর নামাজ

দ্বিতীয় অধিবেশন—২-৩০ হইতে

৫। হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ্ সানির (আইঃ) বক্তৃতা।

খোদাতা'লার ফজলে উপরোক্ত প্রোগ্রাম অনুযায়ী সফলতার সহিত জলসার অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; কেবল দ্বিতীয় দিবস প্রথম অধিবেশনে সাহেবজাদা হাফেজ মীরজা নাসের আহমদ সাহেব শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন বক্তৃতা প্রদান করিতে অক্ষম হন। তাঁহার স্থলে জামেয়া-আহমদীয়ার সুযোগ্য অধ্যাপক মৌলানা মীর মোহাম্মদ ইস্‌হাক সাহেব বক্তৃতা প্রদান করেন। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ, জাতি ও ধর্ম্মের সহস্র সহস্র লোক সম্মিলনীতে যোগদান করতঃ হজরত আমিরুল মো'মেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানি (আইঃ) ও অন্যান্য বিজ্ঞ বক্তাগণের পিযুষবাণী শ্রবণ করিয়া আপন আপন ধর্ম্ম-পিপাসা মিটাইয়াছেন।

এ বৎসর অতিথি সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষাও প্রায় সাড়ে চারি হাজার অধিক হইয়াছে। গত বৎসর জলসার তৃতীয় দিবস মেহমান সংখ্যা ছিল ২৭৯৯৮ এবৎসর তৃতীয় দিবসে হইয়াছে ৩২৪৭৯। আলহাম-দুলিল্লাহ্। এ বৎসর খোদাতা'লার ফজলে জলসার তৃতীয় দিবস প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ১০৮ জন পুরুষ 'বয়েত' গ্রহণ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকগণ স্বতন্ত্র। আলহাম দুলিল্লাহ্।

বিগত বৎসরের ন্যায় জলসা গাহ্‌র অনতিদূরে মহিলা-সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছে এবং তথায় লাউড্-স্পিকারের সাহায্যে বক্তৃতা পৌঁছান হইয়াছে। এইরূপে প্রত্যেক দিনই মহিলাগণও হজরত আমিরুল মোমেনীন (আঃ) ও অন্যান্য বক্তাগণের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন।

প্রথম দিনের প্রথম অধিবেশনে হায়দরাবাদের জোনাব শেঠ আবদুল্লাহ্ আল্লাহ্‌দিন সাহেব ও দ্বিতীয় অধিবেশনে অনারেবল নওয়াব চৌধুরী মোহাম্মদউদ্দীন সাহেব, যোধপুর রাজ্যের মন্ত্রী—দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে আমাদের মাননীয় প্রাদেশিক আমীর জোনাব খান বাহাদুর মৌলবী আবুল হাসেম খান চৌধুরী সাহেব এবং তৃতীয় দিনের অধিবেশনে কেপ্টেইন গোলাম মোহাম্মদ সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

ইন্‌শা-আল্লাহ্ 'আহমদীর' পরবর্ত্তী সংখ্যায় আমরা হজরত আমীরুল মোমেনীন ও অন্যান্য বক্তাগণের বক্তৃতার অনুবাদ প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদিগকে তৌফিক দিন—আমীন।

সর্ব্বশেষে আমাদের প্রার্থনা এই যে, আল্লাহ্ তালা যেন এই মহা-সম্মিহনী 'বা-বরকত' করেন এবং ইহাকে সহস্র সহস্র নরনারীর সত্য পথ লাভের কারণ করেন—আমীন।

জগৎ আমাদের

আনন্দ সংবাদ

বন্ধুগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, সালানা জলসার প্রথম দিবস প্রথম অধিবেশনের পর জোহর আসর নামাজ অন্তে হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) দ্বিতীয় পুত্র সাহেবজাদা মীরজা মোবারক আহ্‌মদ সাহেব, মৌলবী ফাজেল এবং হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) দ্বিতীয় সাহেবজাদা হজরত মীরজা বশীর আহ্‌মদ এম-এ সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র সাহেবজাদা মীরজা মোজাফর আহ্‌মদ সাহেব আই, সি, এস, যথাক্রমে নওয়াব আবদুল্লাহ্ খান সাহেবের কন্যা মোসাম্মত তায়েবা বেগম সাহেবা ও হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আইঃ) কন্যা সাহেবজাদী আমতুল-কাইয়ুম সাহেবার সহিত এগার শত টাকা মোহরানা ধার্য্যে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। আল্‌হামদুলিল্লা! আল্লাহ্ তা'লা এই উভয় বিবাহ পাত্র-পাত্রীদিগের জন্য এবং সিলসিলার জন্য 'মোবারক' করুন—আমীন।

সুসংবাদ

অনারেবল চৌধুরী সার মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্‌ খান সাহেবের নব পদ লাভ

বন্ধুগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ভারত গবর্ণমেণ্টের বানিজ্য-সচিব অনারেবল চৌধুরী সার মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্‌ খান সাহব, সি-এস-আই, তাঁহার বর্ত্তমান পদের নির্দ্ধারিত সময় অন্তে ভারত গবর্ণমেণ্টের 'ল-মেম্বর' বা আইন-সচিবের পদে বরিত হইবেন। ভাইস্‌রয়ের কেম্প হইতে সরকারী ভাবে ইহা ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মাননীয় ভারত সম্রাট এই নিয়োজন মঞ্জুর করিয়াছেন।

এই নব-নিয়োজন উপলক্ষে আমরা জোনাব চৌধুরী সাহেবকে 'মোবারকবাদ' জানাইতেছি এবং প্রার্থনা করিতেছি যেন আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁহার এই নব পদ-লাভকে তাঁহার নিজের জন্য, সিলসিলার জন্য এবং দেশের জন্য সর্ব্বদিক দিয়া 'বা-বরকত' করেন—আমিন।

নবী-দিবস

লণ্ডনে

খোদাতা'লার ফজলে বিগত ১১ই ডিসেম্বর তারিখে লণ্ডনে নবী-দিবসের সভা অতি সফলতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সাউথ-ফিল্ডস্থ লণ্ডন-মসজিদে সভার অধিবেশন হয়। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের খৃষ্টান, হিন্দু, মোসলমান বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকগণ সভায় যোগদান করেন। ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের মেম্বর সার আবদুল কাদের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

জনৈক নব-দীক্ষীতা ইংরাজ মহিলাকর্ত্তৃক কোরান আবৃত্তির পর সভার কার্য্যারম্ভ হয়। রেভারেণ্ড ষ্টিফেন হপ্‌কিনসন এম-এ—ইংলণ্ডের চার্চের ক্লার্জিম্যান সর্ব্ব-প্রথম বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতায় তিনি ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের অত্যন্ত প্রশংসা করেন। অতঃপর জনৈক নবদীক্ষীত ইংরাজ মোসলমান মিষ্টার বেনাল নাটাল ইস্‌লাম যে তরবারীর জোরে প্রচারিত হয় নাই, বরং আপন সৌন্দর্য্য-বলে মানব-হৃদয় জয় করিয়াছিল এ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অতঃপর লণ্ডন মসজিদের ইমাম মৌলবী জালালুদ্দীন শামস্‌ সাহেব এক দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতায় তিনি মিষ্টার এইচ, জি, ওয়েলস প্রণীত "A Short History of the world" নামক পুস্তকে ব্যবহৃত হজরত রসুল করীমের (আঃ) প্রতি অবমাননাকর কথাগুলির প্রতিবাদ ও খণ্ডন করেন। তৎপর আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনে ইসলামের নীতি ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

সর্ব্বশেষে সভাপতি মহোদয় সমস্ত বক্তাগণকে ধন্যবাদ দেন এবং বিশেষ করিয়া রেভারেণ্ড হপ্‌কিন্‌সনের কথা উল্লেখ করেন যিনি ইংলণ্ডের চার্চের একজন আচার্য্য হইয়া ঈদৃশ সভায় যোগদান করিয়াছেন। তিনি ইংরাজ মহিলার কোরান আবৃত্তিরও অত্যন্ত প্রশংসা করেন এবং লণ্ডন মসজিদের ইমামকে লণ্ডনে তাঁহার কার্য্যাবলীর জন্য এবং ঈদৃশ মিলন সভার অনুষ্ঠান করার জন্য ধন্যবাদ দেন।

দিল্লীতে

বিগত ১১ই ডিসেম্বর দিল্লীতেও নবী-দিবস অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। সার ইয়ামিনখান এম, এল, এ, সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সার মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্‌ খান—ভারত গবর্ণমেণ্টের বানিজ্য-সচিব, রায় বাহাদুর রামকিশোর—দিল্লী ইউনিভারসিটির ভাইস চ্যান্সেলার, ডাঃ সার জিয়াউদ্দীন আহমদ, খাজা হাসান নিজামী প্রমুখ সুবিজ্ঞ ও সুযোগ্য বক্তাগণ হজরত রসুল করীমের (সাঃ) মহান শিক্ষা ও তদীয় আদর্শ চরিত্র সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

লাহোরে

বিগত নবী দিবস উপলক্ষে হজরত রসুলকরীমের (সাঃ) মহান জীবন-চরিত আলোচনা কারবার জন্য লাহোর টাউন হলে সভার অধিবেশন হয়। সর্ব্ব ধর্ম্মের লোকই সভায় সাগ্রহে যোগদান করতঃ বক্তৃতা প্রদান ও শ্রবণ করেন। পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার খান বাহাদুর মিঞা মোহাম্মদ আফজাল হুসেন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

দয়াল সিং কলেজের প্রফেসার মৌলানা তাজওয়ার, ইউনিভার্সিটির প্রফেসার ডাঃ এস, এস, ভাটনগর, মিষ্টার হোসি জে রুস্তমজি—বার-এট্‌ল, সরদার সাহেব সরদার ঝান্দা সিং—এড্‌ভোকেট, ডাঃ আহরেন, মিষ্টার সমর সিং—শেরে-পাঞ্জাব প্রমুখ আরো বহু সুবক্তা বক্তৃতা প্রদান করেন এবং হজরত রসুল করীমের (সাঃ) জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

পেশ্‌ওয়ারে

সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী পেশ্‌ওয়ারেও নবী-দিবসের সভা অতি সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। পেশ্‌ওয়ারের সভায় পেশওয়ার এড্‌ওয়ার্ড কলেজের প্রফেসার মেহ্‌তা শ্রীরাম ভীম-ওয়াল এম-এ এক সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং হজরত রসুল করীমের (সাঃ) জীবনে আধ্যাত্মিক ও পারিবারিক জীবনের অপূর্ব্ব সমন্বয়ের কথা উল্লেখ করেন।

সেকেন্দ্‌রাবাদে

সেকেন্দ্‌রাবাদের সভায় সৈয়দ হায়দার রেজা জায়েদী এম-এ, বার-এট-ল এবং রাও সাহেব ডাঃ ভারতন হজরত রসুল করীমের (সাঃ) জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং সভা খোদার ফজলে খুব কাম্‌ইয়াব হইয়াছে।

বস্তুতঃ এবার নবী-দিবসের সভা সর্ব্বত্র সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে এবং অমোসলান ভ্রাতাগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আগ্রহান্বিত হইয়া সভায় যোগদান করতঃ হজরত রসুল করীমের (সাঃ) প্রতি আন্তরিক প্রশংসা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন এবং খোদাতা'লার ফজলে এই আন্দোলন সাম্প্রদায়িক মিলন-সাধনের মহা উপায় হিসাবে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেছে। আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌!

আহমদীয়া সম্প্রদায় সম্বন্ধে কলিকাতার বিখ্যাত দৈনিক 'হিন্‌দ' পত্রিকার মাননীয় এডিটরের অভিমত

"আমি সেই কুফরের অভিলাষী যাহা আহমদীয়া জমাত ইসলাম সেবা দ্বারা প্রদর্শন করিতেছি"

কলিকাতার বিখ্যাত উর্দ্দু দৈনিক 'হিন্‌দ' পত্রিকার মাননীয় এডিটর জোনাব মালীহাবাদী সাহেব আপন পত্রিকার ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের সংখ্যায় কলিকাতার নবী-দিবস সভার সভাপতি মিষ্টার সন্তোষ কুমার বসুর বক্তৃতা প্রকাশ করতঃ নিজের পক্ষ হইতে নোট লিখিয়াছেন। নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা গেল।

"কলিকাতার আহমদীয়া জমাত প্রত্যেক বৎসরই অতি সমারোহের সহিত 'সিরতুন্নবী' সভার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এবৎসরও তাহারা আল্‌বার্ট হলে সভা করে। কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র মিষ্টার সন্তোষ কুমার বসু সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভা অতি সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। আমি স্বয়ং সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম, যদিও সময়াভাবে অধিকক্ষণ থাকিতে পারি নাই।

আহমদীয়া জমাত এক কর্ম্মী জমাত। হায়! সমস্ত মোস্‌লেম জমাতই যদি এরূপ কর্ম্ম-পরায়ণ ও যোগ্যতাশীল হইত! ইহা এক ধর্ম্ম-জমাত এবং নিজ বিচার অনুযায়ী সোৎসাহে ধর্ম্মসেবা করিয়া যাইতেছে।

আমি অন্তরের সহিত এই জমাতের সমাদর করি। সেই সকল মোসলমানের প্রতি আফসোস, যাহারা আহমদীদিগকে কাফের; বলিতে সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হয় কিন্তু ইসলাম সেবার কাজে কেবল যে সকলের পিছেই পড়িয়া আছে তাহা নহে, বরং একেবারেই ময়দান ছাড়িয়া পলাইয়াছে। হায়! এই কুফরের ফতুয়া-দাতাগণ যদি নিজ 'আমল' দ্বারা প্রমাণ করিত যে, তাহারা মোসলমান। **আহমদীয়া জমাত নিজ ইসলাম সেবা দ্বারা যে আদর্শ প্রদর্শন করিতেছে, তাহাই যদি 'কুফর' হইয়া থাকে, তবে এরূপ কুফরের জন্য আমারও আগ্রহ করা উচিত।**"

"মোদের ধর্ম্মরাজ"

(১)

কে ঐ চলে বিপুল বলে
সমুখ পানে চাহি,
উদার ধীর অতি গভীর
চক্ষে পলক নাহি।
ইমান পথে সহজ মতে
সমানভাবে গতি,
ডানে, বামে কভুনা থামে
জানে না লাভ ক্ষতি।
ব্যথিত লোকে অভাবে শোকে
সেবিতে সদামন,
দীনের তরে নয়ন ঝরে
করে পরান পণ।
ধর্ম্মের লাগি সর্ব্বত্যাগি
ভুলিয়া লোক লাজ,
কেবা এজন হাঁকিছে ভুবন
মোদের ধর্ম্মরাজ।

(২)

পৃথিবীবাসী গৃহী ও চাষী
কাহার মুখ চাহি,
নবীন বলে মাতিয়া চলে
ধর্ম্মের গান গাহি।
মুজুর কুলি অভাব ভুলি
কাহার জয় গীতে,
পরান মন জীবণ পণ
চাহে পরান দিতে।

ধনী মানী গুনী ও জ্ঞান
গরীব গৃহহীন,
কাহার কাছে শরণ যাঁচে
শুধিতে নারে ঋণ।
নিখিল লোক মেলিয়া চোখ
দেখিছে কারে আজ,
মমীন মাতার কণ্ঠ হার
মোদের মাহমুদরাজ!

(৩)

পরের 'পরে আশা না ধরে
নিজেতে নির্ভর,
সু সমাহিত সুশান্তচিত
শুদ্ধ কলেবর।
সরল বাস সহজ ভাষ
সত্যপথ গামী,
দেশের হিত কাহার চিত
ভাবিছে দীনযামী,
বিরোধী ভায়ে ধর্ম্মের দায়ে
মিলায়ে নিজ গেহে,
সবারে ডাকি মিলন রাখী
পরাল কেবা স্নেহে।
ধর্ম্মের টানে সর্ব্বজনে
নিজ বুকের মাঝ,
অসাধ্যকে সাধিল ওকে?
মোদের ধর্ম্মরাজ!

মোসলেমা খাতুন
(বগুড়া)